Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া সাঈদা

রোলঃ 23090120425

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া সাঈদা

রোলঃ 23090120425

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারিয়া সাঈদা, আইডিঃ 23090120425 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মারিয়া সাঈদা

(স্বাক্ষর)

মারিয়া সাঈদা

আইডিঃ 23090120425

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ৫

ভূমিকা.....৫

দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও ফাজায়েল ৬

দা'ওয়াত না দেয়ার ক্ষতি ও শাস্তি.....১০

দা'ওয়াতের কিছু আদব ১৩

দা'ওয়াতের ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু.....১৯

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর মর্যাদা ২২

সাহাবায়ে কেরাম রা. এর কিছু বৈশিষ্ট্য.....২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়.....৩২

ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াত প্রদান ৩২

জামাআতের সাথে দাওয়াত প্রদান..... ৩৮

পত্রের মাধ্যমে দা'ওয়াত প্রদান ৩৯

আমলী দাওয়াত ৪১

যুদ্ধের ময়দানে দা'ওয়াত প্রদান ৪৭

দা'ওয়াতি অঙ্গনে মহিলা সাহাবীয়া রা.দের অবদান ৫০

মুসলমানদের মধ্যে নসিহত, দ্বীন ও ইলম শিক্ষাদান.....৫২

তৃতীয় অধ্যায় ৫৬

দ্বীনের পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা.....৫৬

মহিলা সাহাবিয়া রাঃ দের কষ্ট সহ্য করা.....৬৪

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় জান মাল এর কুরবানি করা ৬৭

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া ৬৯

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর দা'ওয়াত থেকে আমাদের শিক্ষা ও করনীয় ৭১

তথ্য তালিকা.....৭৩

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি।

আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ، تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤمِنُوْنَ بِاللهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ।**"** (সুরা আলে ইমরান, আয়াত-১১০)

অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَ لَوْ اٰيَة

"আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও পৌছিয়ে দাও।**"**

সুতরাং আয়াতে কারিমায় বর্ণিত শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার শর্ত পূরনে এবং হাদিসে বর্ণিত পৌছানোর হক আদায় করতে, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই দা'ওয়াতের কাজে সাধ্যমতো চেষ্টা করা অপরিহার্য।

আল্লাহ পাক তার প্রিয় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হিসেবে যাদেরকে বাছাই করেছেন সেই নির্বাচিত ব্যক্তিরাই হচ্ছেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

তারা ইসলাম প্রচারে নিজেদের জান, মালের কুরবানি করেছেন, সর্বাবস্থায় আখিরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আমাদের জন্য তাদের অনুসরণ ব্যতীত সঠিক পথে চলা অসম্ভব। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও তাদের থেকে আলো নিয়েই আমাদেরকে পথ চলতে হবে।

সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই সংকলনটি করা হয়েছে।

আশা করা যায় যে, এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর দা'ওয়াত এর নমুনা থেকে পাথেয় নিয়ে আজকের কঠিন সময়ে আমরা দা'ওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে পারব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে এই সংকলনকে কবুল করুন, আমিন।

দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও ফাজায়েল

- **"দা'ওয়াত" কি ও কেন?**

"দা'ওয়াত" এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ডাকা, আহ্বান করা, আমন্ত্রণ জানানো। ইসলামে দা'ওয়াতের সারকথা হলো মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির দিকে আহ্বান করা।

আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কুরআনে মানুষকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَاللهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَـاءُ إِلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم

"অর্থ: আর আল্লাহ তাআলা শান্তির ঘর (অর্থাৎ জান্নাতের) দিকে আহ্বান করেন আর তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান।**"** (সুরা ইউনুস, আয়াত- ২৫)

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহর আনুগত্যের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন আর অবাধ্যতার জন্য জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ও এই উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

يٰاَيُّهاَالنَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا.وَدَاعِيًا اِلٰى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"অর্থ: হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জল প্রদীপরূপে।**"** (সুরা আহযাব, আয়াত - ৪৬)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসারীদের কেও আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্য বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে -

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلٰى اللهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِىْ وَ سُبْحٰنَ اللهِ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِين

"অর্থ: আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ। আহ্বান করি আল্লাহ তাআলার দিকে, জেনে বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসারী আছে তারাও।**"** (সূরা ইউসুফ, আয়াত -১০৮)

এই আয়াত থেকে জানা যায় , যে ব্যক্তিই নিজেকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী দাবি করে, তার জন্যই দা'ওয়াতের কাজ করা জরুরী কর্তব্য।

- **দা'ওয়াত শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার শর্ত -**

আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ، تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

"অর্থ: তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ।**"** (সুরা, আলে ইমরান, আয়াত-১১০)

হযরত সুদ্দি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কুরআনে পাকের এই আয়াত-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ

এর তাফসির প্রসঙ্গে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন তবে (কুনতুম না বলে) আনতুম বলতে পারতেন। তখন সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করি বা না করি, আমরা সকলেই তার অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু, আল্লাহ তাআলা কুনতুম বলে বিশেষভাবে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও যারা তাদের মতো কাজ করবে, শুধু তাদেরকে শামিল করেছেন। তারা অর্থাৎ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ

এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, যে ব্যক্তি এই আয়াতে বর্ণিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় সে যেন আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার শর্তকে পুরা করে। অর্থাৎ, সৎকাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।

- **দা'ওয়াতের জন্য একটি স্বতন্ত্র দল থাকা জরুরি**

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ،

"অর্থঃ আর তোমাদের মধ্যে একটি জামাআত এমন থাকা জরুরী, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। সৎ কাজে আদেশ করে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর তারাই সফলকাম।**"** (সুরা আলে ইমরান, আয়াত -১০৪)

- **দা'ওয়াতের কাজের প্রতি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্ব**

একবার আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ভাতিজা! তোমার কওমের লোকেরা আমার কাছে এসেছে এবং তারা এই এই বলেছে। সুতরাং তুমি আমার ওপর দয়া কর এবং তোমার উপরও দয়া কর। তুমি আমার উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিওনা, যেটা না আমি বহন করতে পারব, না তুমি পারবে। তোমার কওম যে সকল কথা অপছন্দ করে, তা থেকে বিরত থাক। এ সমস্ত কথাবার্তা শুনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, তার ব্যাপারে চাচার মনোভাব পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তিনি এবার তার পক্ষ ছেড়ে কওমের পক্ষ অবলম্বন করবেন এবং তিনি আর তাঁর সাহায্য করতে হিম্মত পাচ্ছেন না। তাই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাচাজান! যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়া হয়; তবুও আমি এই (দা'ওয়াতের) কাজ ছাড়তে পারব না। হয় আল্লাহ তাআলা এতে সফলতা দান করবেন, আর না হয় আমি এই প্রচেষ্টায় নিঃশেষ হয়ে যাব। এই পর্যন্ত বলতেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো এবং তিনি কেঁদে ফেললেন।

- **মানুষ ঈমান আনার প্রতি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ্রহ**

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আয়েজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন লশকর রওনা করতেন তখন তাদেরকে বলতেন, লোকদের সাথে মহব্বত পয়দা কর অর্থাৎ তাদেরকে আপন কর, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে দা'ওয়াত না দাও তাদের উপর হামলা করো না। কেননা, পৃথিবীতে যত কাঁচা পাকা ঘর রয়েছে তার অধিবাসীদের কে যদি তুমি মুসলমান বানিয়ে আমার কাছে নিয়ে আস, তবে এটা আমার কাছে এর চেয়ে বেশি প্রিয় যে, তুমি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা কর, আর তাদের মহিলাদেরকে আমার কাছে (বাঁদি) বানিয়ে নিয়ে আস।

- **জিহ্বার মাধ্যমে জিহাদ**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তিন প্রকারের মানুষ ছাড়া আর কারোও মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

এক, যে ব্যক্তি কোন জামাআতকে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে দেখে নিজেও আপন জান মাল নিয়ে জিহাদে শরীক হয়ে যায়।

দুই, যে ব্যক্তি আপন জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করল, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করল।

তিন, যে অন্তর দ্বারা হক কে চিনতে পারল।

- **উম্মতের জন্য দরদ ও অস্থিরতা**

উম্মতকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীমাহীন দরদ ছিল। তার সেই অস্থিরতাকে কুরআনে হাকিমে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে -

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

"অর্থ: যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সম্ভবত তাদের পশ্চাতে পরিতাপ করতে করতে আপনি নিজের প্রাণ নিঃশেষ করবেন।" (সূরা কাহাফ, আয়াত- ৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে -

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَنْ لَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"অর্থ: তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। (সূরা শুআরা, আয়াত-৩)

অন্যত্রে ইরশাদ হয়েছে -

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ

"অর্থ: অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেন ধ্বংস হয়ে না যায়। " (সূরা ফাতির, আয়াত- ৮)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ইহুদী ছেলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন এবং বললেন, মুসলমান হয়ে যাও। সে তার পিতার দিকে দেখল। পিতা সেখানেই ছিল। পিতা বলল, আবুল কাসেম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা মেনে নাও। অতএব, সেই ছেলে মুসলমান হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বের হয়ে আসলেন তখন বলছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি এই ছেলেকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।

হজরত হিন্দ ইবনে আবু হালা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি উম্মতের ব্যাপারে সর্বদা ভারাক্রান্ত ও সারাক্ষণ চিন্তাযুক্ত থাকতেন, এক মুহূর্তের জন্য তার আরাম ছিল না। বেশিরভাগ সময় চুপ থাকতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না।

সুতরাং আমরা যারা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে চাই, আমাদের জন্য জরুরী হল, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া এবং তার চিন্তায় চিন্তিত হওয়া।

দা'ওয়াতের ফাজায়েল

কুরআনে ও হাদিসে দা'ওয়াতের অনেক ফাজায়েল এসেছে।

- **দা'ওয়াত হলো সদকায় জারিয়া**

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি তার মুখ দ্বারা কোন হক কথা বলে যার উপর পরবর্তীতে আমল হতে থাকে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য উহার সওয়াবকে জারি করে দেন, অতঃপর কেয়ামতের দিন উহার পুরাপুরি সওয়াব দান করবেন।

- **দা'ওয়াত দানকারী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে**

হযরত আবু মাসউদ বদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সৎ কাজের দিকে পথ দেখায় সে সৎকর্মকারীর সমান সওয়াব লাভ করে।

- **দা'ওয়াত দানকারীর জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুয়া করেছেন**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে আলোকজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অন্যের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যার নিকট ইলম পৌঁছানো হলে সে শ্রোতার চেয়ে বেশি হৃদয়ঙ্গমকারী হয়ে থাকে।

- **মাত্র একজনের হিদায়েতের মাধ্যম হওয়া লাল বর্ণের দামী উটেরপাল পাওয়া থেকেও উত্তম**

হযরত সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন, তুমি শান্তভাবে চলতে থাক, অবশেষে খাইবারবাসীদের ময়দানে ছাউনি ফেলবে, অতঃপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিবে, আল্লাহ তাআলার যে সকল হক তাদের উপর রয়েছে তা তাদেরকে বলবে। আল্লাহ তাআলার কসম! তোমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যদি এক ব্যক্তিকেও হিদায়েত দান করেন তবে তা তোমার জন্য লাল বর্ণের উটের পাল পাওয়া থেকেও উত্তম হবে।

- **দা'ওয়াতের কাজ করা ও কল্যাণ কামনায় চলাফেরা করার মর্যাদা**

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা বলব কি, যারা নবী অথবা শহীদ নয়, অথচ কেয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য নির্ধারিত নূরের মিম্বরে তাদেরকে উপবিষ্ট দেখে ও তাদের পরিচয় লাভ করে নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের প্রতি ঈর্ষা করতে থাকবেন? সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কারা হবে? ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, যারা আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর নিকট প্রিয় বানানোর মেহনত করতে থাকে এবং আল্লাহকে তার বান্দাগনের নিকট প্রিয় বানানোর চেষ্টা করতে থাকে, আর কল্যাণ কামনায় জমিনের বুকে চলাফেরা করে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহকে তার বান্দাগণের নিকট প্রিয় বানানোর বিষয়টি তো বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর কাছে কিভাবে প্রিয় বানাবে? তিনি বললেন, তাদেরকে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজের আদেশ করবে ও আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখবে। সুতরাং যখন তারা আল্লাহর হুকুম কে মেনে চলবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসবেন।

দা'ওয়াত না দেয়ার ক্ষতি ও শাস্তি

দা'ওয়াতের কাজ করা যেমন অনেক বড় সম্মান ও ফজিলত পূর্ণ বিষয় তেমনি তা ছেড়ে দেওয়াও অনেক বড় লাঞ্ছনা ও শাস্তির কারণ।

- **অন্যায় কাজে বাধা না দেওয়া দুর্বল ঈমানের পরিচয়**

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ হতে দেখে, তার উচিত সেটা হাত দ্বারা বন্ধ করে দেয়া, আর যদি এই পরিমাণ শক্তি না রাখে তবে জবান

দ্বারা সেটা পরিবর্তন করে দিবে। আর যদি এই ক্ষমতাও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা সেটাকে খারাপ মনে করবে। আর এটা ঈমানের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অবস্থা।

- **সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যায় কাজে বাঁধা না দিলে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই আজাব হবে**

হযরত জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি গুনাহের কাজ করে এবং ওই সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিকে বাধা প্রদান না করে, তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই আল্লাহ তাআলা তাদের উপর আজাব বর্ষণ করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খুতবায় বলেছেন, হে লোক সকল! তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা গোনাহে লিপ্ত হতো, আর নেককার ও আলেমগণ তাদেরকে নিষেধ করত না। তারা যখন গুনাহের কাজে সীমা অতিক্রম করলো, আর নেককার ও আলেমগণ তাদেরকে বাধা দিল না, তখন তাদের ওপর আযাব নাজিল হলো। সুতরাং তোমাদের উপর তাদের মতো আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বেই, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাক, আর জেনে রাখ, "সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা" না কারো রিজিক বন্ধ করে দেয় আর না মৃত্যু সন্নিকটে করে দেয়।

- **নিজের আশেপাশের লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা না দেয়া, ইলম শিক্ষা না দেয়া, নসিহত না করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করার উপর কঠিন শাস্তির ধমকি**

একবার হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ করলেন। সেখানে তিনি কোন কোন কওমের প্রশংসা করলেন, অতঃপর ইরশাদ করলেন, এটা কেমন কথা যে, কোন কোন কওম নিজেদের প্রতিবেশী কওমকে শিক্ষা দেয় না! না তাদেরকে নসিহত করে, না তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, না তাদেরকে ভালো কাজের হুকুম করে আর না খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে! আর এটাই বা কেমন কথা যে, কোন কোন কওম প্রতিবেশীদের নিকট হতে না ইলম শিখে, না দ্বীনের বুঝ হাসিল করে, না নসিহত শিখে! এই সমস্ত লোক হয়ত আপন প্রতিবেশীদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে, তাদেরকে নসিহত করবে, তাদেরকে দ্বীনের বুঝ দিবে, এবং অন্যরাও এই সমস্ত জ্ঞানীদের হতে উক্ত বিষয়গুলো হাসিল করবে। যদি এমন না হয়, তবে আল্লাহর কসম! আমি তাদের সকলকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দিব। তারপর হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। লোকদের মধ্যে এই ব্যাপারে বলাবলি হল যে, কোন কওম সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে,, তারা বললেন, আশআরী কওম এর লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, তাদের কাছে ইলম আছে, ফিকাহ আছে, অথচ তাদের আশেপাশে বসবাসকারী কওমসমূহ দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। এই খবর আশআরী কওমের কাছে পৌঁছল। তারা হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন

এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কোন কোন কওমের তো প্রশংসা করেছেন আর আমাদের সম্পর্কে এমন কথা ইরশাদ করেছেন। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে ইরশাদ করলেন, এই সমস্ত লোকেরা হয়ত আপন প্রতিবেশীদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে, তাদেরকে নসিহত করবে, তাদেরকে দ্বীনের বুঝ দিবে, তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করবে, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর অন্যরাও তাদের থেকে এইসব জিনিস শিক্ষা করবে। যদি এমন না হয়, তবে আমি দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দিব। তারা আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কিভাবে তাদেরকে জ্ঞান দান করব? হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় সেই হুকুম এরশাদ করলেন। তারা তৃতীয় বার একই কথা আরজ করলেন, হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও সেই হুকুমই এরশাদ করলেন। তারা আরজ করলেন, আচ্ছা, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদেরকে এক বছরের সময় দিন। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিজ প্রতিবেশীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক বছরের সময় দিলেন।

উক্ত হাদিস দ্বারা এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, যারা স্বয়ং ইলম রাখে, দ্বীনের বুঝ রাখে, তাদের এই জিম্মাদারী ও রয়েছে যে, নিজেদের আশেপাশে বসবাসকারী মূর্খ লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

- **দা'ওয়াতের কাজ না করলে দুয়া কবুল করা হবে না**

হযরত হুযাইফা ইবনু ইয়ামান রাদিয়াল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম করে বলেছেন, তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক, নতুবা আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর আজাব চাপিয়ে দিবেন, তোমাদের দুয়াও কবুল করা হবে না।

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক, না হয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর এমন জালেম শাসক চাপিয়ে দিবেন, যে তোমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করবে না তোমাদের ছোটদের স্নেহ করবে না, এমন সময় তোমাদের নেক লোকদের দুয়াও কবুল করা হবে না। তোমরা সাহায্য চাবে কিন্তু সাহায্য করা হবে না, তোমরা ক্ষমা চাবে, কিন্তু ক্ষমা করা হবে না।

দা'ওয়াতের কিছু আদব

১. একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইখলাসের সাথে দা'ওয়াত দেয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ، اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ

"অর্থঃ নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি এই কিতাব যথার্থরূপে নাজিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই জন্য।" (সূরা যুমার, আয়াত -২ ও ৩)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنِ

"অর্থঃ বলুন, নিশ্চয়ই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি তার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে ।" (সূরা যুমার, আয়াত ১১)

হযরত আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সমস্ত আমলের মধ্য থেকে শুধু সেই আমলকেই কবুল করেন, যা খালেসভাবে তার জন্য করা হয়। এবং তাতে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়।

২. যে বিষয়ের দা'ওয়াত দিব সে বিষয়ের জ্ঞান থাকা

আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ، اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً

"অর্থঃ আর যে বিষয়ে তোমার জানা নেই সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর, এদের প্রত্যেকটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা বানী ইসরাঈল- আয়াত -৩৬)

তাই দায়ীর করনীয় হচ্ছে, গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন ও সীরাত অধ্যায়ন করা। যে বিষয়ে দাওয়াত দিবে তার জ্ঞান অর্জন করে, জেনে বুঝে দা'ওয়াত দেয়া।

৩. দা'ওয়াতী কাজে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না করা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

"অর্থঃ যারা আল্লাহর পয়গামের তাবলীগ করতেন, তারা তাকে (আল্লাহকে) ভয় করতেন, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আহযাব, আয়াত-৩৯)

৪. দা'ওয়াতের কাজে যিকিরের ইহতেমাম করা

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন -

اِذْهَبْ أَنْتَ وَاَخُوْكَ بِآيَاتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ

"অর্থঃ তুমি ও তোমার ভাই আমার আয়াতসমূহ নিয়ে যাও। এবং আমাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা করো না।" (সূরা তোহা, আয়াত- ৪২)

৫. নরম ভাষায় দা'ওয়াত দেয়া; কঠোরতা না করা

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন -

اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى, فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشٰى

"অর্থঃ তোমরা দুজন ফেরাউনের কাছে যাও। কেননা, সে তো সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। " (সূরা তোহা, আয়াত ৪৩ -৪৪)

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ،

"অর্থঃ আর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য কোমল হয়েছিলে, আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।" (সুরা আলে ইমরান আয়াত, ১৫৯)

আমাদেরও অন্তরে নববী দরদ নিয়ে মায়া-মমতার সাথে নরম ভাষায় দা'ওয়াত দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দাও, তাদের সাথে সহজ ব্যবহার কর এবং কঠিন ব্যবহার করো না।

৬. হিকমতের সাথে দা'ওয়াত দেয়া

৭. উত্তমরূপে উপদেশ দেয়া

৮. উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা

আল্লাহ তাআলা বলেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنْ اِنا رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْن

"অর্থঃ আর আপনার রবের পথে আহবান করুন হিকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। নিশ্চয়ই আপনার রব ওই ব্যক্তিকে ভালোভাবে জানেন যে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে আর তিনিই ভালোভাবে জানেন যারা সঠিক পথে আছে।" (সূরা নাহল, আয়াত- ১২৫)

৯. কুরআনের আয়াত শুনিয়ে দা'ওয়াত দেয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَان

"অর্থ - রমযান মাস- যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়।"

(সুরা বাকারা - ১৮৫)

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

الٓرٰ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلٰى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

"অর্থঃ আলিফ লাম র, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, মহাপরাক্রান্ত, প্রশংশার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তারই পথের দিকে।" (সুরা ইবরাহিম, আয়াত - ১)

সকল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন বিশ্ব মানবজাতির জন্য হিদায়েতের গ্রন্থ।

সীরাতের দিকে তাকালেও আমরা এমন অনেক ঘটনা দেখতে পাই যেগুলোতে কুরআনের আয়াত শুনিয়ে দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে।

১০. দা'ওয়াতের কাজে ধৈর্য ধারণ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اِتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَأِى الْمُرْسَلِيْنَ

“অর্থঃ আর অবশ্যই তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর তারা “তাদের অস্বীকার করা ও কষ্ট দেয়ার” উপর ধৈর্য ধারণ করেছে। যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আর আল্লাহর বাণী সমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং অবশ্যই রাসূলগণের কিছু সংবাদ তোমার কাছে এসেছে।” (সূরা আনআম, আয়াত -৩৪)
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন -

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا،

“অর্থঃ কাফেররা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করুন।” (সূরা মুজাম্মিল, আয়াত- ১০)

১১. ইস্তেকামাতের সাথে দা’ওয়াত দেয়া

দা’ওয়াতের কাজে ইস্তেকামাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা বলেন -

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآئَهُمْ

“অর্থঃ সুতরাং আপনি এর প্রতি দা’ওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন আর তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না।” (সুরা শুরা, আয়াত -১৫)
অর্থাৎ, যদিও মুশরিকদের কাছে আপনার দা’ওয়াত কঠিন মনে হয়, তবু আপনি তা পরিত্যাগ করবেন না এবং এই কাজে অবিচল থাকুন।

১২. দা’ওয়াতের কাজ সহজ হওয়ার জন্য দুয়া করা

আল্লাহ তাআলা যখন হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেরাউনের নিকট দা’ওয়াত দিতে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে দুয়া করেন-

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُ قَوْلِيْ

“অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন।” (সূরা তোহা, আয়াত -২২৫)
যে কোন কাজ সেটা যত কঠিনই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা চাইলে সহজ করে দিতে পারেন। আর তিনি চাইলে সহজ কাজ ও কঠিন হয়ে যায়।

১৩. হিদায়াতের জন্য দুয়া করা

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওস গোত্রের জন্য দুয়া করেছেন, হে আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন। এবং তাদেরকে ইসলামে নিয়ে আসুন।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! উমর অথবা আবু জাহল এই দুজনের মধ্যে আপনি যাকে পছন্দ করেন তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সাকীফ গোত্রের তীরগুলো আমাদেরকে শেষ করে দিল, আপনি তাদেরকে বদদুয়া করুন, তিনি বললেন, হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান করুন।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুরোধে তার মা'র জন্য দুয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আবু হুরায়রার মা কে হিদায়াত দান করুন।
সিরিয়ার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে আসা যাওয়া করত। কিছুদিন তার আসা যাওয়া বন্ধ থাকার কারণে তিনি লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা তাকে জানালেন, সে তো মদ পানে বিভোর হয়ে থাকে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই ব্যক্তির নিকট চিঠি পাঠালেন, "উমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের নামে। তোমার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি তোমার কাছে সেই আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এবং তারই দিকে ফিরে যেতে হবে।" তারপর তিনি মসজিদে উপস্থিত লোকদেরকে বলেন, সবাই মিলে তার জন্য দুয়া কর, যেন আল্লাহ তাআলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল করেন। তিনি দুতকে নির্দেশ দিলেন, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না। অন্য কারো হাতেও দিও না। লোকটি খলিফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিন্তা করল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমার আশাও দেওয়া হয়েছে। তারপর সে কান্না শুরু করল এবং তওবা করল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সংবাদ পেয়ে বললেন, এধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনই করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই ভ্রান্তিতে পতিত হয় তখন তোমরা তার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। (অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে মন্দ বলে তাকে দ্বীন থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিও না)
এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তার জন্য দুয়া করা ও তাকে কৌশলে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা উচিৎ ।

১৪. যা কিছুর দা'ওয়াত দিব তার ওপর নিজেও আমল করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তা কেন বল যা তোমরা কর না? তোমরা যা কর না তা বলা, আল্লাহ তাআলার কাছে বড়ই ক্রোধের বিষয়।" (সুরা সফ, আয়াত - ২-৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন-

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ، اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ؟

"অর্থঃ তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দিচ্ছ, আর নিজেদের কে ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত কর, তোমরা কি বুঝনা?" (সুরা বাকারা, আয়াত- ৪৪)

হযরত শুয়াইব আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কওমকে বলেন,

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ

"অর্থঃ (আমি তোমাদেরকে যে সকল কাজের আদেশ করছি নিজেও তো তার উপর আমল করছি) আর আমি এটা চাই না যে, তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করি নিজেও তা করি।" রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - মেরাজের রাতে আমি কিছু লোককে দেখলাম যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেয়া হচ্ছে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আপনার উম্মতের বক্তাগণ যারা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত এবং নিজেদেরকে ভুলে যেত। অথচ তারা কুরআন তেলাওয়াত করত।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যাতে তাঁর নাড়ি ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। সে তাঁর নাড়ি ভুঁড়ির চারদিকে এমন ভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন যাঁতার গাধা যাঁতার চারপাশে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামের লোকেরা তাঁর চারপাশে সমবেত হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করবে, হে অমুক! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে না এবং অসৎ কাজ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করতে না? সে উত্তর দিবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম কিন্তু নিজে তার উপর আমল করতাম না এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম।

দা’ওয়াতের ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু

দা'ওয়াতের ক্ষেত্র

বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিই হচ্ছে দাওয়াতের ক্ষেত্র। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে –

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

“অর্থঃ আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি।” (সূরা সাবা, আয়াত- ২৮)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعاً

“অর্থ- বলুন, হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহর রাসূল” (সুরা আ'রাফ, আয়াত- ১)

সুতরাং দা’ওয়াত মুসলিম হোক বা অমুসলিম বিশ্বের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মুসলমানদেরকে ঈমান ও আমল সংশোধনের জন্য দা’ওয়াত দিতে হবে। আর অমুসলমান দেরকে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের জন্য দা’ওয়াত দিতে হবে।

দা’ওয়াতের ক্ষেত্র বিন্যাস

প্রথম ক্ষেত্র: নিজে ও নিজের পরিবারবর্গ।

সর্বপ্রথম নিজের ব্যক্তিত্বকে ঈমান ও আমলের বাস্তব নমুনা বানিয়ে অন্যের সামনে পেশ করা এবং নিজের পরিবারবর্গ কেও সেই নমুনায় গড়ে তোলার চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন -

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গ কে এমন জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।”(সুরা তাহরীম, আয়াত - ৬)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রঃ আত্মীয়-স্বজন

নিজের আত্মীয়-স্বজন দেরকে দাওয়াত দেওয়া ।আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

“অর্থঃ আর আপনার নিকটাত্মীয় দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন ” (সুরা শুআরা, আয়াত - ২১৪)

তৃতীয় ক্ষেত্রঃ নিজ শহর ও আশেপাশের লোকজন।

শহর ও দেশবাসীর মধ্যে দা’ওয়াত দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

“অর্থঃ এভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যেন আপনি মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদেরকে সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে যার আগমনে কোন সন্দেহ নেই। ” (সূরা শুরা, আয়াত- ৭)

চতুর্থ ক্ষেত্রঃ বিশ্বের সকল মানুষ

বহির্বিশ্বে দা'ওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মেহনত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا

"অর্থঃ পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়। **"** (সুরা ফুরকান, আয়াত- ১)

দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু

দা'ওয়াত এর মাধ্যমে সৃষ্টিকে স্রষ্টা অভিমুখী করার চেষ্টা করা। তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের দা'ওয়াত দেওয়া।

তাওহীদ -আল্লাহর একত্ববাদ-

আল্লাহ তাআলা বলেন -

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

"অর্থঃ বলুন, তিনিই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকে কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাস)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন -

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْن،

"অর্থঃ আমি আপনার পূর্বে এমন কোন রাসুল পাঠাই নাই, যার প্রতি আমি এই ওহী প্রেরণ করিনাই যে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।**"** (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-২৫)

একাধিক রব থাকলে অবশ্যই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْن،

"অর্থঃ যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য থাকত, তবে তারা উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, তারা যা বলে আরশের অধিপতি আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। **"** (সূরা আম্বিয়া, আয়াত -২২)

সেইসাথে সবচেয়ে বড় গুনাহ "শিরক" এর ক্ষতি ও শাস্তির কথা জানানো।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

إِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّار وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَار،

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শিরক করে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করেছেন, এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। **"** (সূরা মায়েদা, আয়াত -৭২)

আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন সিফাতী নামগুলোর আলোচনা করা। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। তিনি সবকিছু দেখেন, শুনেন ও জানেন।

রিসালাত- রিসালাতের গুরুত্ব, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা ও পরিচয় তুলে ধরা। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। বিশেষভাবে মানুষের প্রতি তার দয়া মায়া, পরোপকার,

প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও শত্রুদের সাথে তার উত্তম ব্যবহার এবং ইসলামের দা'ওয়াতের পথে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলোর আলোচনা করা। একমাত্র রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি-সফলতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا،

"অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, বিশেষ করে যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।" (সূরা আহযাব, আয়াত- ২১)

আখিরাত- দা'ওয়াতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে বিষয় "আখিরাত"। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের বাস্তবতা, কবর, হাশর, মীযান, আমলনামা, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা। ভালো-মন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির আলোচনা করা। আখিরাতের জীবন অনন্তকালের জীবন। এর কোন শেষ নেই, জাহান্নামের শাস্তিও চিরস্থায়ী, জান্নাতের আনন্দও চিরস্থায়ী। সেখানকার অপমান ও সম্মানই হচ্ছে আসল অপমান ও সম্মান।

আল্লাহ তাআলা বলেন –

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ،

"অর্থঃ সেদিন কিছু মুখ হবে উজ্জ্বল এবং কিছু মুখ হবে কালো। " (সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১০৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন –

وَلَكُمْ فِيْهَا ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تَدَّعُوْنَ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْم،

"অর্থঃ এবং জান্নাতে তোমাদের জন্য এমন প্রত্যেক জিনিস রয়েছে যা তোমাদের মন চায়। এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা দাবী কর। এই সবকিছু ওই সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারী স্বরূপ হবে যিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা হা-মীম সেজদা, আয়াত -৩১, ৩২)

আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَأَبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئسَ الْمِهَاد هٰذَا، فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ أَزْوَاجٌ،

"অর্থঃ এবং নিঃসন্দেহে অবাধ্যদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা অর্থাৎ জাহান্নাম। তারা তাতে প্রবেশ করবে। তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান! তাতে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ রয়েছে। তারা এর স্বাদ গ্রহণ করুক, আর এছাড়াও আরো বিভিন্ন অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ রয়েছে।" (সূরা সদ, আয়াত - ৫৫ থেকে ৫৮)

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত তথা ঈমানের ভিত্তি মজবুত হলে ইসলামের বিধানাবলীর উপর আমল করা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। এরপরে ধাপে ধাপে পুরা ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি দা'ওয়াত দিতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর মর্যাদা

"সাহাবী" শব্দটি এসেছে আরবি "সুহবত" শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে সঙ্গ, সান্নিধ্য, নৈকট্য ইত্যাদি। সাহাবী অর্থ হচ্ছে সাথী, সঙ্গী, সহচর, সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ইত্যাদি।

ইসলামী পরিভাষায় সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ইসলামের উপর ইন্তেকাল করেছেন।

মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْم

"অর্থ: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে, এটাই মহা সাফল্য।" (সূরা তওবা, আয়াত - ১০০)

আরও ইরশাদ হয়েছে -

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوبِهِمْ، فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْباً وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُوْنَهَا وَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ঐ সকল মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছিল। আর তাদের অন্তরে যা ছিল আল্লাহ তাআলা তাও জানতেন। অনন্তর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে স্বস্তি সৃষ্টি করলেন আর তাদের,কে একটি আসন্ন বিজয় দান করলেন আর প্রচুর গনিমতের মালও, যা তারা গ্রহণ করছে। আর আল্লাহ তাআলা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা ফাতহ, আয়াত - ১৮,১৯)

আরও ইরশাদ হয়েছে –

مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللهِ

وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانًا -

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

“অর্থ: মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র। তুমি তাদেরকে দেখবে (কখনও) রুকুতে, (কখনও) সিজদায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানে রত। সিজদার কারণে তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিস্ফুট। এটা হল তাদের সেই গুণাবলী, যা তাওরাতে বর্ণিত আছে। আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপর তাকে শক্ত করল। তারপর তা পুষ্ট হল। তারপর তা নিজ কাণ্ডের উপর এমনভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, তা কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে দেয়। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তাদের (উন্নতি) দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।” (সুরা ফাতহ, আয়াত - ২৯)

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাবধান! তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাদেরকে তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে অপছন্দ করে, সে আমাকে অপছন্দ করার কারণেই তাদেরকে অপছন্দ করে। যে তাদেরকে কষ্ট দিল, সে তো আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দিল, আর যে আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই তাকে পাকড়াও করবেন।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ তাআলা নবী ও রাসুলগণ ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর আমার সাহাবাদেরকে সম্মান দান করেছেন। তারপর আমার জন্য আমার সাহাবাদের মধ্য থেকে চারজন হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী কে বাছাই করেছেন –আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আর এদেরকে আমার বিশেষ সাহাবী বানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেছেন, আমার সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে সমস্ত উম্মতের উপর সম্মান দান করেছেন এবং আমার উম্মতের চার যুগের লোকদেরকে বাছাই করেছেন। প্রথম যুগ, (স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ), দ্বিতীয় যুগ, (সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের যুগ), তৃতীয় যুগ, (তাবেঈনদের যুগ), চতুর্থ যুগ, (তাবে তাবেঈনদের যুগ)।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন-

তোমরা আমার সাহাবীদেরকে সম্মান করবে। কারণ, তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের পরে এর পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হতে থাকবে।

আরও ইরশাদ করেন –তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ন সদকা করলেও সাহাবীদের এক মুদ বা আধা মুদ পরিমাণ সদকার সওয়াব লাভ করতে পারবেনা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদের অন্তরের প্রতি তাকালেন, তারপর হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পছন্দ করলেন, এবং তাকে আপন রাসুল বানিয়ে পাঠালেন ও আপন খাস ইলম দান করলেন। তারপর পুনরায় বান্দাদের দিলের প্রতি নজর দিলেন এবং তার জন্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদেরকে পছন্দ করলেন। তাদেরকে আপন দ্বীনের সাহায্যকারী ও আপন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দায়িত্ব বহনকারী বানালেন। সুতরাং মুমিনগণ (অর্থাৎ সাহাবাগণ) যা ভাল মনে করবেন তা আল্লাহর নিকট ভালো বলে গণ্য হবে ; আর মুমিনগণ যা খারাপ মনে করবেন তা আল্লাহর নিকট খারাপ বলে গণ্য হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলতে চায়, সে যেন সেইসব লোকের পথ অবলম্বন করে যারা অতীত হয়ে গিয়েছেন। আর তারা হলেন মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। কারণ, তারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাদের অন্তর ছিল সর্বাধিক পবিত্র এবং তাদের ইলম ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাদের মধ্যে কোনপ্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ তাআলা আপন নবীর সহচর্য ও তার দ্বীন প্রচারের জন্য তাদেরকে বাছাই করেছিলেন। অতএব, তাদের আখলাক ও আদর্শকে অবলম্বন কর। কাবা শরীফের রব আল্লাহর কসম! হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম সীরাতে মুস্তাকিম এর উপর ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তোমরা রোজা, নামাজ ও মেহনতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের তুলনায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আবু আব্দুর রহমান! কি কারণে?

তিনি বললেন, তারা দুনিয়ার প্রতি তোমাদের অপেক্ষা অধিক অনাসক্ত এবং আখিরাতের প্রতি তোমাদের অপেক্ষা অধিক আসক্ত ছিলেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একজন সাহাবীর এক মুহূর্তের অবস্থান, আমাদের আজীবনের আমলের চেয়েও উত্তম; আমাদের জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন।

সাহাবায়ে কেরাম রা. এর কিছু বৈশিষ্ট্য

“সাহাবায়ে কেরাম রা. এর কিছু বৈশিষ্ট্য,, যার সমন্বয়ে তারা এক একজন হয়েছিলেন এমন উজ্জ্বল প্রদীপের শিখা, যে শিখা থেকে জ্বলে উঠে হাজারো, লাখো শিখা।”

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃঢ় ঈমান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবারা কি হাসতেন? তিনি উত্তরে বলে বললেন, হ্যাঁ, তবে এমন অবস্থায়ও তাদের অন্তরে পাহাড় অপেক্ষা বড় ঈমান বিদ্যমান থাকতো।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যখন কুরআনের কোন সূরা অথবা আয়াত নাজিল হত, তখন মুমিনীনদের ঈমান ও খুশু বৃদ্ধি পেত। এবং কুরআন যা নিষেধ করত তারা তা থেকে বিরত হয়ে যেতেন।

হযরত সালেহ ইবনে মিসমার ও জাফর ইবনে বুরকান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হারেস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে হারেস! তুমি কি অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, আমি ঈমানের অবস্থায় আছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি প্রকৃত মুমিন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি প্রকৃত মুমিন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি হাকীকত হয়, তোমার ঈমানের হাকীকত কি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আমার অন্তরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে নিয়েছি। রাতে জাগরন করি। দিনে পিপাসার্ত থাকি। আর যখন আমার রবের আরশ কে সামনে আনা হবে, সে দৃশ্য যেন আমি দেখছি। জান্নাতীদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ এর দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসে, আর জাহান্নামীদের চিৎকার যেন আমি নিজ কানে শুনছি। অর্থাৎ, সর্বদা জান্নাত ও জাহান্নামের কল্পনা বিদ্যমান থাকে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (হারেস) এমন মুমিন যার অন্তর ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত হয়ে গিয়েছে।

২. আল্লাহ ও তার রাসূলের কথার প্রতি ইয়াকিন

এক লোক আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বলল ,হে আবু দারদা! আপনার ঘর পুড়ে গেছে। তিনি বললেন, পুড়ে নাই। কিছুক্ষণ পর অন্য একজন এসে একই কথা বললে তিনি বললেন, পুড়ে নাই। কিছুক্ষণ পর অপর একজন এসে একই কথা বললে তিনি বললেন, পুড়ে নাই। এরপর একজন এসে বলল, হে আবু দারদা! আগুন লেগেছিল, কিন্তু আপনার ঘর পর্যন্ত এসে নিভে গেছে। তিনি বললেন, আমি জানি আল্লাহ পাক কখনো এমন করবেন না। তালক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি বললাম, হে আবু দারদা! আমি বুঝতে পারছি না যে, আপনার কোন কথা বেশি আশ্চর্যজনক! “পুড়ে নাই" এইকথা, নাকি “আল্লাহ তাআলা কখনো এমন করবেন না” এই কথা। তিনি বললেন, আসল কথা হল কয়েকটি

কালেমা, যা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি সকাল বেলা ঐ কালিমাগুলো পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনো মুসিবত আসবে না।

৩. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুহাব্বত

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবু কুহাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু (ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে) নবী করীম সল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াতের জন্য হাত বাড়ালেন। তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন কাঁদছ? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি এই মুহূর্তে আমার পিতার হাতের পরিবর্তে আপনার চাচার হাত হতো আর তিনি মুসলমান হতেন এবং তার ইসলাম গ্রহনের দ্বারা আল্লাহ তাআলা আপনার চোখ শীতল করতেন, তবে এটা আমার কাছে আমার পিতার ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা বেশী আনন্দের বিষয় ও পছন্দনীয় হতো। (কারণ, আপনার চাচার ইসলাম গ্রহণে আপনি বেশি খুশি হতেন)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, মুসলমান হয়ে যান। আল্লাহর কসম! আপনার ইসলাম গ্রহণ করা আমার কাছে (আমার পিতা) খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করা অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর এটা শুধুমাত্র এজন্য যে, আমি দেখেছি আপনার ইসলামে অগ্রগামী হওয়াকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করছেন।

হযরত আছেম ইবনে মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আলোচনা করতেন তখন তার দুচোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত, এবং তিনি কাঁদতে শুরু করতেন।

৪. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য

হযরত রাফে রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সব জায়গায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিহ্ন তালাশ করতেন। এবং (সফরে) যেখানে যেখানে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করেছেন, তিনিও সেখানে নামাজ আদায় করতেন। এমনকি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে অবস্থান করেছিলেন, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই গাছের অত্যন্ত যত্ন নিতেন এবং তার গোড়ায় পানি দিতেন যেন শুকিয়ে না যায়।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে আসলেন। এবং তাকে বলতে শুনলেন, "বসে যাও"। একথা শোনামাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের বাহিরে যেখানে

ছিলেন, সেখানেই বসে গেলেন এবং খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসে রইলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম যখন জানতে পারলেন তখন তাকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের আরও বেশি শখ ও আগ্রহ নসিব করুন। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই আবু উজাইর ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বদরের যুদ্ধে কাফের বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম দেরকে বললেন, তোমরা এ সমস্ত বন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এই ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে পূর্ণ তাকিদ করছি। আমি আনসারদের এক জামাআতের কাছে (বন্দী হিসেবে) ছিলাম, তারা রাতে অথবা দিনে যখনই খাবার সামনে আনত, তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাকিদের কারণে আমাকে গমের রুটি খাওয়াত, আর নিজেরা খেজুর খেত।

৫. আখিরাতের ফিকির

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন কবরের কাছে দাঁড়াতেন তখন এত কাঁদতেন যে, তার দাড়ি মুবারক ভিজে যেত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি জান্নাত,জাহান্নামের আলোচনা তেও এত কাঁদেন না, যত কবর দেখে কাঁদেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কবর আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। যে তা থেকে নাজাত পেয়ে যায়, তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলগুলো এর থেকেও সহজ হবে। আর যে এখানে নাজাত না পায়, তার পরবর্তী মঞ্জিলগুলো এর চেয়ে আরও কঠিন হবে।

৬. নামাজের প্রতি গুরুত্ব

হযরত মিসওয়ার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু (মৃত্যুর আগে) জখম হওয়ার পর বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন, কেউ বলল, যদি তার প্রাণ থাকে, তবে নামাজ ছাড়া অন্য কোন জিনিস দ্বারা তোমরা তার জ্ঞান ফেরাতে পারবে না। একজন বলল, নামাজ! হে আমিরুল মুমিনীন। সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান ফিরে আসলো এবং তিনি বললেন, নামাজ! হ্যাঁ, আয় আল্লাহ! তবে আমি প্রস্তুত। যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দেয় ইসলামে তার কোন অংশ নেই।

হযরত আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নামাজের সময় হওয়ার পূর্বেই আমি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই এবং তার প্রতি মনে প্রবল আগ্রহ জাগে।

হযরত নাফে রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এশার নামাজের জামাত ছুটে গেলে বাকি রাত (নামাজে) জেগে কাটাতেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তিনি জামাআতের নামাজ ছুটে গেলে পরবর্তী নামাজ পর্যন্ত নামাজ পড়তে থাকতেন।

৭. ইলম অর্জন

হযরত কাবিসা ইবনে জুয়াইব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বাপেক্ষা অধিক ইলম রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় বড় সাহাবীগণ তার নিকট জিজ্ঞাসা করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লহু আনহু বলেছেন, যেকোন সুরা, কোন বিষয়ে তা নাযিল হয়েছে, আমি জেনেছি। যদি কারো সম্পর্কে জানতে পারি যে সে কিতাবুল্লার ইলম আমার অপেক্ষা অধিক রাখে, তবে উট অথবা যে কোন সাওয়ারির মাধ্যমে পৌঁছা সম্ভব হয় আমি তার নিকট অবশ্যই উপস্থিত হব।

হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার অত্যাধিক ইলমের কারণে সমুদ্র বলা হত।

৮. তিলাওয়াত ও জিকিরের ইহতেমাম

হযরত হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যদি আমাদের অন্তর পবিত্র হত তবে আমরা কখনো আমাদের রবের কালাম থেকে তৃপ্ত হতাম না। আর আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার জীবনে কোন দিন এমন হয় যে, আমি তাতে কুরআন শরীফ দেখে তিলাওয়াত না করি। তাই অত্যধিক পরিমাণে কুরআন শরীফ দেখে তিলাওয়াত করার কারণে ইন্তেকালের পূর্বেই তার কুরআন শরীফ ছিড়ে গিয়েছিল।

হযরত নাফে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ ঘরে কি কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে সব কাজ করতেন, লোকেরা তা করতে পারবে না। তিনি প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করতেন এবং প্রতি দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি প্রতিদিন ১২ হাজার বার তওবা ও ইস্তেগফার করি। আর এটা আমার (গুনাহের) ঋণ পরিমাণ। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আমার গুনাহ পরিমাণ।

৯. রাতের ইবাদত

হযরত আবু ওসমান নাহদি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি একবার হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে সাত রাত মেহমান ছিলাম। তিনি, তার খাদেমা ও তার স্ত্রী, রাতকে তিনভাগ করে একের পর এক জেগে ইবাদতে কাটাতেন।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সারারাত জাগতেন এবং এক রাকাআতে সম্পূর্ণ কুরআন পাক পড়তেন।

হযরত আবু আরাকা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে ফজরের নামাজ পড়লাম। তিনি নামাজ শেষ করে যখন ডান দিকে ফিরে বসলেন, তখন মনে হলো যেন তিনি অনেক ভারাক্রান্ত। সূর্য মসজিদের দেয়াল থেকে এক বর্শা পরিমাণ উপরে ওঠা পর্যন্ত এভাবেই বসে রইলেন। তারপর দুই রাকাআত নামাজ পড়লেন এবং হাত উল্টিয়ে বললেন, খোদার কসম! আমি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুদেরকে দেখেছি। কিন্তু আজ আমি তাদের মত কাউকেই দেখছি না। সকালবেলা তাদের চেহারা ফ্যাকাসে, চুল এলোমেলো ও শরীর ধুলাবালি যুক্ত থাকত, তাদের কপালে (অধিক সিজদার কারণে) বকরির হাঁটুর মতো সিজদার চিহ্ন দেখা যেত। তারা সারারাত সিজদায় ও নামাজে দাঁড়িয়ে কোরআন তিলাওয়াতের মধ্যে কাটাতেন, রাতভর কখনো (সিজদারত অবস্থায়) কপালের উপর, কখনো (দাঁড়ানো অবস্থায়) পায়ের উপর আরাম লাভ করতেন। সকালবেলা এমনভাবে হেলেদুলে আল্লাহর জিকির করতেন, যেমন জোর বাতাসের দিনে বৃক্ষগুলো দুলতে থাকে, আর তাদের চক্ষুদ্বয় হতে এমনভাবে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকত যাতে তাদের কাপড় ভিজে যেত। খোদার কসম! সকালবেলা তাদের এমন কান্না দেখে মনে হতো যেন, তারা রাতভর ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন!

অতঃপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে গেলেন। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত কখনও তাকে সাধারণভাবেও হাসতে দেখা যায়নি।

১০. মুসলমানদের সম্মান, কল্যাণকামীতা ও উত্তম আচরণ

হযরত ইবনে বুরাইদা আসলামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মন্দ কথা বলল, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি আমাকে মন্দ বলছ! অথচ আমার মধ্যে তিনটি গুণ আছে। প্রথম এই যে, যখন আমি কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করি তখন আমার মন চায় এ আয়াত সম্পর্কে আমার যা কিছু জানা আছে তা সমস্ত মানুষ জানুক। দ্বিতীয় এই যে, যখন কোন মুসলমান শাসনকর্তা সম্পর্কে জানতে পারি যে, সে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে, তখন আমি আনন্দিত হই।

যদিও, হয়তো কখনও আমার কোন ফয়সালার জন্য তার নিকট যাওয়ার সুযোগ হবে না। তৃতীয় এই যে, যখন আমি শুনি যে মুসলমানদের অমুক এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে, তখন আনন্দিত হই, অথচ সেই এলাকায় আমার কোন জানোয়ার চড়ে না।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমার জানা নেই যে, আল্লাহ তাআলা এই দুই নেয়ামতের মধ্য হতে কোনটির দ্বারা আমার উপর বড় দয়া করেছেন। প্রথমত, এক ব্যক্তি আশা করে খাঁটি চেহারা নিয়ে আমার কাছে আসে যে, আমার দ্বারা তার প্রয়োজন মিটবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলা আমার দ্বারা সহজ ভাবে তার প্রয়োজনকে মিটিয়ে দেন। আর আমি কোন মুসলমানের একটি প্রয়োজন মিটিয়ে দেই, এটা আমার কাছে জমিন ভর্তি স্বর্ণরুপা পাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

১১. চুপ থাকা ও অনর্থক কথা না বলা

একদিন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এর দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি নিজ জিহ্বা ধরে টানছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিলেন, এটাই তো আমাকে যত বিপদে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শরীরের এমন কোন অংশ নেই যে জিহ্বার তেজস্বীতার অভিযোগ না করে।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘ সময় চুপ থাকতেন এবং চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত থাকতেন। আর তার কথাবার্তার মধ্যে বেশিরভাগই তিনি আল্লাহর নিকট নিজের ব্যাপারে ফিতনা থেকে পানাহ চাইতেন।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কিছু লোক হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে আসল। তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তার চেহারা উজ্জ্বল ছিল ও চমকাচ্ছিল। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল, আপনার চেহারা কেন চমকাচ্ছে? তিনি বললেন, আমার নিজের দুইটি আমলের উপর খুব ভরসা হচ্ছে। একটি এই যে, আমি কোন অনর্থক কথা বলতাম না। দ্বিতীয় এই যে, আমার অন্তর সমস্ত মুসলমান থেকে একেবারে পাক-সাফ ছিল।

১২. আল্লাহর ভয়

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমার অবস্থান যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে হয়, আর আমি জানি না যে, কোন দিকে আমার জন্য আদেশ হবে, তবে তা জানার পূর্বেই আমি নিজের জন্য ছাই হয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে করব।

হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয়, যদি আমি একটি ভেড়া হতাম আর আমার মালিক আমাকে জবাই করে আমার গোশত খেয়ে ফেলত, আর আমার শুরুয়া পান করে ফেলত!
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি একটি বৃক্ষ হতাম! আল্লাহর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি একটি মাটির ঢিলা হতাম! আল্লাহর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, আল্লাহ তাআলা আমাকে কখনও কিছুই সৃষ্টি না করতেন!

১৩. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

হযরত হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আপন খেলাফত আমলে লোকদের মধ্যে বয়ান করছিলেন। তার পরিধানে একটি লুঙ্গি ছিল, যাতে বারটি তালি লাগানো ছিল।

হযরত ওরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যেয়ে দেখলেন, তিনি উটের পিঠে গদির নিচে বিছানোর চাদরের উপর শুয়ে আছেন এবং ঘোড়ার ঘাসের থলি বালিশ হিসেবে মাথার নিচে দিয়ে রেখেছেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার সঙ্গীদের মত তুমি ঘর ও অন্যান্য সামানাদি বানালে না কেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমিরুল মুমিনীন! কবর পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এই সামানই যথেষ্ট।

হযরত ইব্রাহিম তাইমি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেউ বলল, অমুক অমুক যেমন জায়গা জমি করে নিয়েছে, আপনি কেন তাদের মত জমি করে নেন না? তিনি বললেন, আমি আমির বা ধনী হয়ে কি করব? আমার জন্য তো দৈনিক এক ঢোক পানি অথবা দুধ আর সপ্তাহে এক কাফিজ (ষোল কেজি পরিমাণ) গমই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় অধ্যায়

“সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দা’ওয়াতের প্রতি কেমন আগ্রহ ছিল? নিজে ইসলাম গ্রহণের পর অন্যের কাছেও দা’ওয়াত পৌঁছে দেওয়ার প্রতি তারা কেমন গুরুত্ব দিতেন? কিভাবে তারা ব্যক্তিগতভাবে ও জামাতবদ্ধভাবে, ঘরে-বাইরে, দিনে-রাতে, গোপনে-প্রকাশ্যে, মুসলিম -অমুসলিম, নির্বিশেষে সকলের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতেন? নিম্নে তাদের দা’ওয়াতের কিছু নমুনা দেয়া হল”

ব্যক্তিগতভাবে দা’ওয়াত প্রদান

- **হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দা’ওয়াত প্রদান**

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের ইসলামকে প্রকাশ করলেন এবং আল্লাহর প্রতি দা’ওয়াত দিতে শুরু করলেন। তিনি সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন এবং তার স্বভাব প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল ছিল। তিনি কুরাইশদের মধ্যে বংশপরিচয় ও তাদের মধ্যেকার ভালো-মন্দ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখতেন। তিনি সচ্চরিত্র ও সৎকর্মশীল ব্যবসায়ী ছিলেন। কওমের লোকজন তার কাছে আসত। তার জ্ঞানের প্রসারতা, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও সদাচারণ ইত্যাদি বহু কারণে মানুষ তাকে ভালোবাসতো। এভাবে যারা কাছে আসতো তার মজলিসে বসত তাদের মধ্য হতে নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে তিনি আল্লাহ ও ইসলামের দা’ওয়াত দিতে শুরু করলেন।

এভাবে হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

- **হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দা’ওয়াত প্রদান**

হযরত আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা যখন সিরিয়াতে ছিলাম তখন একদিন আমি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য ওজুর পানি আনলাম, তিনি তা দ্বারা অজু করে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পানি কোথা হতে এনেছো? এমন মিষ্টি পানি আমি কখনও দেখি নাই, বৃষ্টির পানিও এমন উত্তম নয়।

আমি বললাম, এই খ্রিস্টান বুড়ির ঘর থেকে এই পানি এনেছি। তিনি ওযু করে বুড়ির নিকট আসলেন এবং বললেন, ওহে বুড়ি! তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, কারণ, আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। বুড়ি তার মাথার কাপড় সরাতেই দেখা গেল যে, তার মাথার চুল সাগামার মতো সাদা হয়ে গেছে। তারপর

বলল, আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি, আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। (অর্থাৎ এখন আর ইসলাম গ্রহণের সময় কোথায়? হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন। (আমি দা'ওয়াত দিয়েছি)

- **হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দা'ওয়াত প্রদান**

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত গ্রহণকারী আনসার সাহাবাদেরকে কুরআন ও দ্বীনের বিভিন্ন হুকুম আহকাম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মদিনায় পাঠালেন। এই দুইজন হযরত আসাআদ ইবনে জুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বাড়িতে অবস্থান করলেন।

হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন লোকজনকে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন সময় উসাইদ ইবনে হুজাইর সেখানে তরবারি হাতে উপস্থিত হলেন। তিনি মুসাআব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি কেন এখানে এসেছেন? আমাদের মহিলা ও শিশুদেরকে কেন বিভ্রান্ত করছেন? আপনি এখান থেকে চলে যান। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি কিছু সময়ের জন্য বসতে পারেন? আমি যা বলছি তা কি শুনতে পারেন? যদি শুনে আপনার পছন্দ হয় তাহলে তা কবুল করলেন, পছন্দ না হলে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেলেন। উসাইদ বললেন, আপনি ইনসাফের কথাই বলেছেন। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন এবং কুরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। উসাইদ বলে উঠলেন, কত সুন্দর ও আকর্ষণীয় কালাম! তিনি হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ধর্ম গ্রহণের পন্থা কি? তিনি বললেন, আপনি কাপড় ও শরীর পবিত্র করুন, গোসল করুন, কালিমায়ে শাহাদাত পড়ুন এবং নামাজ আদায় করুন। হযরত উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনই উঠে কাপড় পবিত্র করলেন। শরীর পবিত্র করলেন। গোসল করে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন এবং দুই রাকাআত নামাজ আদায় করলেন। তারপর তিনি বললেন, সাদ ইবনে মুয়াজ নামের অপর এক ব্যক্তি রয়েছেন, যদি তিনিও ইসলাম কবুল করেন, তাহলে আউস গোত্রের আর কেউ ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকবেনা। আমি এখনই তাকে এখানে পাঠাচ্ছি। সাদ ইবনে মুয়াজ উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আসতে দেখে বললেন, এখান থেকে যেই উসাইদ গিয়েছে, বুঝা যাচ্ছে এটা সেই উসাইদ নয়। যখন হযরত উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে আসলেন, সাদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করলে? হযরত উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তার কথাবার্তায়

আপত্তিকর কিছু পাইনি। শুনে সাদ ইবনে মুয়াজ এর রাগ হল এবং তিনিও তরবারি নিয়ে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে পৌঁছলেন এবং হযরত আসআদ ইবনে জুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উদ্দেশ্যে বললেন, যদি তোমার সাথে আমার আত্মীয়তা না থাকত, তুমি আমার খালাতো ভাই না হতে, তবে এখনই এ তরবারি দিয়ে তোমার কর্ম সমাধা করতাম। দেশের লোকজনকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তুমি তাকে এখানে নিয়ে এসেছ! হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সাদ! এটা কি হতে পারে যে, তুমি কিছুক্ষণের জন্য বসবে? এবং আমি কি বলি তা শুনবে? যদি শুনে তোমার পছন্দ হয় তাহলে কবুল করো নতুবা তোমার যা ইচ্ছা হয়ে করবে। "তুমিতো ইনসাফের কথাই বলেছ" এই বলে সাদ বসলেন। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। ইসলামের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কুরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করলেন। শুনে সাদের অবস্থা একেবারে পাল্টে গেল। তিনি মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই দ্বীন কবুল করার কি পদ্ধতি? হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, প্রথমে তুমি তোমার কাপড় পবিত্র করবে। শরীর পবিত্র করবে। এরপর কালিমায়ে শাহাদাত পড়বে এবং দুই রাকাআত নামাজ আদায় করবে। হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনই উঠে পবিত্র হলেন। গোসল করলেন, কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং নামাজ আদায় করলেন।

এখান থেকে বের হয়ে হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার গোত্রের লোকজনের কাছে গেলেন। তারা দূর থেকে হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেই বুঝতে পারলো যে, তার রং পাল্টে গেছে। হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার সম্বন্ধে তোমাদের কেমন ধারণা? তারা সমস্বরে বলল, সর্দার হিসেবে আমরা আপনাকে মান্য করি, শ্রদ্ধা করি। পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের সকলের অগ্রগণ্য। হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা যে পর্যন্ত আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান না আনবে, সে পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে কোন কথা বলব না। সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই দেখা গেল, বনু আব্দুল আশহাল (আওস) গোত্রের কোন নারী বা পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রইল না ।

- **হযরত তুলাইব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দা'ওয়াত প্রদান**

হযরত তুলাইব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর তার মা আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের নিকট এসে বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করেছি। তারপর তিনি আপন ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আপনি কেন ইসলাম গ্রহণ করেন না এবং তার আনুগত্য স্বীকার করেন না! অথচ, আপনার ভাই হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ

করেছেন? তার মা বললেন, আমি আমার বোনদের অপেক্ষা করছি। দেখি, তারা কি করে, তারা যা করবে আমিও তাদের সাথে শামিল হব। হযরত তুলাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি যে, আপনি অবশ্যই তার নিকট যান। তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করুন। সাক্ষ্য দিন যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। মা বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজ কথার দ্বারা নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য করতেন এবং নিজের ছেলেকে তার কাজে সাহায্য করার ও তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতেন।

- **হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দা'ওয়াত প্রদান**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মা মুশরিকা ছিলেন। একদিন আমি তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু অপ্রীতিকর কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিতাম কিন্তু তিনি সব সময়ই অস্বীকার করতেন। আজ আমি তাকে দা'ওয়াত দিলে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে কিছু অপ্রীতিকর কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। আপনি দুয়া করুন যেন আল্লাহ তায়ালা আবু হুরায়রার মা'কে হেদায়াত দান করেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুয়া করলেন, আয় আল্লাহ! আবু হুরায়রার মা'কে হেদায়েত দান করুন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুয়ায় আনন্দিত হয়ে আমি ঘরের দিকে রওনা হলাম। দরজায় কাছে পৌঁছতেই দেখলাম তা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতর হতে মা আমার পায়ের শব্দ পেয়ে বললেন, আবু হুরায়রা! একটু দাড়াও। আমি (গোসলের) পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমার মা কামিজ পরিধান করলেন এবং তাড়াতাড়ির দরুন ওড়না মাথায় না দিয়েই দরজা খুলে দিলেন। দরজা খুলতেই বললেন, আবু হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেয়ে এই সংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন এবং দোয়া দিলেন।

- **হযরত যিমাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াত প্রদান**

হযরত যিমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে মুসলমান হওয়ার পর নিজ কওমের কাছে ফিরে গেলেন, তিনি নিজ কওমের কাছে পৌঁছলে

কওমের লোকেরা সকলেই তার কাছে এসে সমবেত হল। তিনি সর্বপ্রথম কথা এই বললেন যে, কতই না খারাপ এই লাত ও উজ্জা!

লোকেরা বলল, ক্ষান্ত হও, হে যিমাম! এমন না হয় যে, তুমি শ্বেত বা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হও অথবা পাগল হয়ে যাও। তিনি বললেন, তোমাদের নাশ হোক! খোদার কসম, লাত ও উজ্জা কোন ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং তার উপর একটি কিতাব নাযিল করে তা দ্বারা তোমাদেরকে সেই সকল (শিরকী) কার্যকলাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন যাতে তোমরা লিপ্ত ছিলে।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একা, তার কোন শরীক নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তোমাদেরকে যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন, তার পক্ষ থেকে আমি তা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি।

বর্ণনাকারী বলেন, তার এই দা'ওয়াতের পর সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই সেই এলাকার সকল নারী পুরুষ মুসলমান হয়ে গেলেন। তারা সেখানে স্থানে স্থানে মসজিদ বানালেন এবং নামাজের জন্য আজান দিতে শুরু করলেন।

- **হযরত তোফায়েল বিন আমর দাওসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দা'ওয়াত প্রদান**

হযরত তোফায়েল বিন আমর দাওসি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার কওম আমাকে মানে, আমি তাদের কাছে ফিরে যেয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিব। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুয়া করুন যেন তিনি আমাকে এমন কোন নিদর্শন দান করেন যা তাদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে আমার জন্য সহায়ক হয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ দুয়া করলেন, আয় আল্লাহ! তাকে কোন নিদর্শন দান করুন।

হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার কওমের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন আমি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে এলাকায় লোকদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার উভয় চোখের মাঝখানে চেরাগের মত একটি নূর প্রকাশিত হলো। আমি দুয়া করলাম, হে আল্লাহ! চেহারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এই নুর প্রকাশ করুন। কারণ, আমার আশঙ্কা হয় কওমের লোকেরা হয়তো ধারণা করবে যে তাদের ধর্ম ত্যাগ করার দরুন আমার চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নূর দুই চোখের মাঝখান হতে আমার চাবুকের মাথায় এসে গেল। তারপর আমি যখন সেই পাহাড়ি পথ থেকে নিচে নামছিলাম তখন এলাকার লোকেরা আমার চাবুকের মাথায় সেই নূর ঝুলন্ত বাতির মত দেখে একে অপরকে দেখাচ্ছিল। এভাবে আমি তাদের কাছে পৌঁছে বাহন থেকে নামলাম।

অতঃপর আমার পিতা আমার কাছে আসলেন, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। আমি বললাম, আব্বাজান! আপনি আমার কাছ থেকে দূরে থাকুন। আপনার আমার সাথে বা আমার আপনার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বেটা! কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের অনুসারী হয়েছি। আমার পিতা বললেন, তোমার দ্বীনই আমার দ্বীন। অতঃপর তিনি গোসল করলেন এবং কাপড় পবিত্র করে আসলেন। আমি তার সম্মুখে ইসলাম পেশ করলাম। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর আমার স্ত্রী আসল। আমি বললাম, আমার থেকে দূরে থাক। তোমার সাথে আমার এবং আমার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। স্ত্রী বলল, কেন? আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আমি বললাম, ইসলাম আমাদের উভয়ের সম্পর্ককে ছিন্ন করে দিয়েছে। অতএব সেও ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর আমি দাউস গোত্রকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলাম। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে (অনিচ্ছা প্রকাশ করতে থাকলো এবং) অনেক দেরী করে ফেলল। অবশেষে আমি মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে আরজ করলাম, হে আল্লাহর নবী! আমি দাউস গোত্রের নিকট পরাস্ত হয়েছি। (অর্থাৎ তাদেরকে দা'ওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হয়েছি) আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয় আল্লাহ! দাউস গোত্রকে হেদায়েত দান করুন। তারপর আমাকে বললেন, তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যাও এবং দা'ওয়াত দিতে থাকো। তবে তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করবে।

হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ফিরে আসলাম এবং দাওসের এলাকায় তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকলাম। এদিকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করলেন। এবং বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ করলেন। তারপর আমি আমার স্বগোত্রীয় মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। তিনি তখন খাইবারে গমন করেছিলেন। এ সময় আমি দাউস গোত্রের প্রায় ৭০-৮০ টি পরিবার মদিনায় নিয়ে এসেছিলাম।

- **হযরত আবু জর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দা'ওয়াত প্রদান**

হযরত আবু জর রাঃ মক্কায় এসে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাধ্যমে সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হন। হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হারাম শরীফে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দেন। কাফেররা তাকে এত মারল যে, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি আপন গোত্রে ফিরে যাও এবং তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দাও। যখন আমাদের বিজয়বার্তা শুনতে পাবে তখন এসো। হযরত আবু জর

গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ মেনে নিজ এলাকায় গোত্রবাসীর কাছে ফিরে গেলেন। তিনি এবং তার ভাই তাদের মা'কে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তিনি খুশি মনে তা কবুল করে নিলেন। এরপর তারা গিফার গোত্রে দা'ওয়াত প্রচার করতে থাকেন। অর্ধেক গোত্র সে সময়ই ইসলাম কবুল করে নেয়।

জামাআতের সাথে দাওয়াত প্রদান

- **হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দা'ওয়াত প্রদান**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ডেকে বললেন, তুমি প্রস্তুত হও। আমি তোমাকে এক জামাআতের সাথে পাঠাবো। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু রওনা হয়ে তার সঙ্গীদের সাথে যেয়ে মিলিত হলেন এবং চলতে চলতে দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাদেরকে তিনদিন পর্যন্ত ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। তৃতীয় দিন সেখানকার সরদার আসবাগ ইবনে আমর কালবি ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন এবং সেখানকার সর্দার ছিলেন।

- **খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দা'ওয়াত প্রদান**

হযরত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে প্রেরণ করেছেন। হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু আনহু এর জামাআতে আমিও ছিলাম। আমরা সেখানে অবস্থান করলাম। খালেদ রাদিআল্লাহু আনহু ইয়ামানবাসীকে দীর্ঘদিন যাবত দা'ওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লহু আনহু কে এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফেরত পাঠিয়ে দিবে। আর জামাআতের যে কেউ ফিরে আসতে চায় সেও চলে আসবে। অবশ্য যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু এর সাথে থাকতে ইচ্ছা করে সে তার সাথে থেকে যাবে। বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে সেখানে থেকে গেল, তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা ইয়ামানবাসীদের নিকটবর্তী হলে তারা বের হয়ে আসলো। হযরত আলী রাদিয়সল্লাহু আনহু অগ্রসর হয়ে আমাদেরকে নামাজ পড়ালেন। নামাজের পর তিনি আমাদেরকে এক কাতারে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে তাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর চিঠি পড়ে শোনালেন। (চিঠি শুনে) হামাদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে গেলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কাছে চিঠি লিখলেন। তিনি চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তারপর মাথা উঠিয়ে বললেন, আসসালামু আলা হামদান! আসসালামু আলা হামদান! (অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হোক হামাদান গোত্রের উপর)।

পত্রের মাধ্যমে দা'ওয়াত প্রদান

" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের নামে পত্র দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে পাঠিয়েছিলেন "

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কিসরার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত সালীত ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইয়ামামার শাসক হাওযা ইবনে আলীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত আলা ইবনে হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে হাজারের শাসক মুনযির ইবনে সাওয়ার এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে আম্মানের দুই শাসক জাইফার ইবনে জুলান্দা ও আব্বাদ ইবনে জুলান্দার কাছে পাঠিয়েছিলেন

হযরত দেহইয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কায়সারের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

হযরত সুজা' ইবনে ওয়াহাব আসাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মুনযির ইবনে হারেস ইবনে আবি শীমার গাসসানীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামরী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বাদশাহ নাজাশীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কে হারেস ইবনে আব্দে কুলাল এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত জারির রাদিয়াল্লাহু আনহু কে যিলকালা' এর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

হযরত সায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মুসাইলামার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বাদশাহ মুকাওকিসের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম রা. এর দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য পত্র প্রেরণ করা

- **পারস্যবাসীদের প্রতি হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পত্র প্রেরণ**

হযরত আবু ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পারস্য বাসীদের নিকট ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিয়ে এই পত্র লিখলেন,

“ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম খালেদ ইবনে ওয়ালিদ এর পক্ষ থেকে রুস্তম, মেহরান ও পারস্যের সর্দারদের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি, যে হিদায়েতের অনুসরণ করেছে। আম্মাবাদ, আমরা তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি দা’ওয়াত দিচ্ছি। যদি তোমরা (ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করো) তবে বশ্যতা স্বীকার করে জিজিয়া প্রদান কর। অন্যথায় আমার সাথে এমন এক কওম আছে যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ কে এমন ভালোবাসে যেমন পারস্যবাসীরা শরাব কে ভালোবাসে। শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি, যে হিদায়েতের অনুসরণ করেছে।”

- **বুজাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আপন ভাই কা’বের নামে পত্র প্রেরণ**

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত বুজাইর ইবনে যুহাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু আপন ভাই হযরত কাব বিন যুহাইর বিন আবি সুলামাকে ভীতি প্রদর্শন করে ও ইসলামের প্রতি দা’ওয়াত দিয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি এই কবিতাও লিখেছেন-

“ কে আছে? আমার পক্ষ থেকে কাবকে এই পয়গাম পৌছিয়ে দিবে যে, তুমি কি সেই দ্বীন গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে? যার সম্পর্কে তুমি অন্যায়ভাবে তিরস্কার করছ, অথচ সেটাই মজবুত ও বিশ্বস্ত দ্বীন। তুমি যদি নাজাত পেতে চাও, তবে লাত ও উজ্জাকে ছেড়ে এক আল্লাহর দিকে আস। নাজাত পেয়ে যাবে এবং নিরাপদ থাকবে। তুমি সেই দিন নাজাত লাভ করবে যেদিন পবিত্র দিল মুসলমান ব্যতীত আর কেউ আগুন থেকে নাজাত পাবে না এবং বাঁচতে পারবে না। (আমাদের পিতা) যুহাইরের দ্বীন, কোন দ্বীনই নয়। আর (আমাদের দাদা) আবু সুলামার দ্বীন তো আমার জন্য হারাম। ”

- **হযরত জিয়াদ ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিজ কওমের প্রতি পত্র প্রেরণ**

হযরত জিয়াদ ইবনে হারেস সুদাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলামের উপর বাইয়াত হলাম। আমি জানতে পারলাম যে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কওমের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি এই বাহিনী ফেরত নিয়ে আসুন। আমি আমার কওমের ইসলাম গ্রহণ ও তাদের আনুগত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন, তুমি যাও, তাদেরকে ফেরত নিয়ে আস। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার বাহনটি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে বাহিনীকে ফেরত নিয়ে আসলেন। সুদাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কওমের নিকট পত্র লিখলে তারা মুসলমান হয়ে গেল এবং এই সংবাদ নিয়ে তাদের প্রতিনিধিদল এসে হাজির হলো। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে সুদাই ভাই! তোমার কওম তো দেখি তোমাকে খুব মান্য করে! আমি বললাম, (এখানে আমার

যোগ্যতার কোন দখল নেই) বরং আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে ইসলামের প্রতি হিদায়েত দান করেছেন।

- **হযরত ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আপন ভাই খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট পত্র প্রেরণ**

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আল্লাহ তাআলা যখন আমার কল্যাণ চাইলেন, তখন আমার হৃদয়ে তিনি ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ঢুকিয়ে দিলেন। আমার মধ্যে শুভ বুদ্ধি জেগে উঠল, ভাবলাম, আমি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এত যুদ্ধ করলাম,,যখনই আমি কোন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি, চিন্তা করে দেখি, সেই যুদ্ধে আমার কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল না। অনর্থক যুদ্ধ করে এলাম, তাহলে কেন এই যুদ্ধ? আমার অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, খুব শীঘ্রই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব জাতির উপর বিজয়ী হবেন, কোন শক্তিই তাকে থামাতে পারবে না। সেই সময়েই আমার ভাই আমার কাছে চিঠি লিখল। তাতে লেখা ছিল-

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আম্মা বাদ, আজ পর্যন্ত আমার কাছে এক আশ্চর্যজনক জিজ্ঞাসা এই যে, ভাই খালিদ! তোমার এত এত জ্ঞান-বুদ্ধি সত্ত্বেও কি করে তুমি ইসলামের বিরোধিতা কর? অথচ, ইসলামের সর্বজনীন কল্যাণের কথা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়! রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তোমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, খালিদ কোথায়? আমি বলেছি, আল্লাহ তাআলা একদিন তাকে আপনার কাছে পৌঁছে দিবেন। তিনি বলেছেন, খালিদের মত মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। সে যদি নিজের শক্তি, সাহস ও রণদক্ষতাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষে কাজে লাগাত, তাহলে তার জন্য সেটা অশেষ কল্যাণকর হত। আর আমরাও তাকে অন্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য করতাম অতএব, হে আমার ভাই! অনেক সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছ, এবার সময় এসেছে, প্রতিকার করে নাও”।

আমার ভাইয়ের চিঠি পেয়ে আমি মদিনা যেতে উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। তারপর হযরত খালিদ মদিনা যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আমলী দাওয়াত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মপদ্ধতি ও আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণ

ওয়াকেদী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবারের মধ্যে সকলের শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

তিনি মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিলেন। মূর্তিকে রুমাল দ্বারা ঢেকে রাখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে তাদের দুজনের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের কারণে । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে আসা-যাওয়া করতেন। একদিন হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু দারদা কে ঘর থেকে বের হতে দেখলেন। তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার পরই হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ঘরে আসলেন এবং তার স্ত্রীকে কিছু না বলেই ঘরে ঢুকে গেলেন। হযরত আবু দারদার স্ত্রী চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু দারদা কোথায়? স্ত্রী বললেন, আপনার ভাই এইমাত্র বাহিরে গিয়েছেন। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ঘরে মূর্তি রেখেছিলেন, তিনি কুড়াল হাতে সে ঘরে প্রবেশ করলেন। মূর্তিটিকে মাটিতে ফেলে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করতে লাগলেন এবং সমস্ত শয়তানের নাম নিয়ে গুন গুন করে বলতে লাগলেন, শুনে রাখ, আল্লাহর সাথে শরিক করে যাদেরকে ডাকা হয়, তারা সবই বাতিল। তারপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি যখন মূর্তি ভাঙছিলেন তখন আবু দারদার স্ত্রী কুড়ালের শব্দ শুনে চিৎকার করে উঠলেন এবং বললেন, ইবনে রাওয়াহা আমাকে মেরে ফেলছে। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অবস্থায় বের হয়ে চলে গেলেন। তার যাওয়ার পর পরই আবু দারদা ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে দেখলেন, তার ভয়ে কান্না করছে। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? স্ত্রী বললেন, আপনার ভাই এখানে এসেছিলেন এবং এই কান্ড করে গিয়েছেন, যা আপনি দেখছেন। আবু দারদা অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে চিন্তা করে বললেন, যদি এই মূর্তির ভিতরে কোন কল্যাণ থাকত, তবে সে নিজেকে রক্ষা করতো। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

- **হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আমল ও এক ইহুদির ইসলাম গ্রহণ**

শা'বি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাজারে গেলেন এবং দেখলেন এক খ্রিস্টান একটি বর্ম বিক্রয় করছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্মটি চিনতে পেরে বললেন, এটা আমার বর্ম। চল, আমাদের উভয়ের মধ্যে মুসলমানদের কাজি ফয়সালা করবেন। সে সময় মুসলমানদের কাজী ছিলেন হযরত শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুই তাকে কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। কাজী শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমিরুল মুমিনীনকে দেখে আপন বিচার আসন হতে উঠে দাঁড়ালেন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উক্ত আসনে বসিয়ে নিজে তার সামনে খ্রিস্টানের পাশে বসলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে শুরাইহ! আমার বিবাদী যদি মুসলমান হতো তবে আমি তার সাথে বসতাম। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছি, এই সকল (অমুসলিম জিম্মি) দের সাথে মুসাফাহা করো না। তাদেরকে প্রথমে সালাম দিও না। তাদের রোগীদের শুশ্রূষা করো না। তাদের জানাজার নামাজ পড়ো না এবং তাদেরকে পথের সংকীর্ণ অংশ চলতে বাধ্য কর। আল্লাহ পাক তাদেরকে যে রূপ নিকৃষ্ট করে রেখেছেন তোমরা ও তাদেরকে নিকৃষ্ট করে রাখবে।

হে শুরাইহ! আমার ও এই ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা করে দাও। হযরত শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার দাবী কি? আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই বর্ম আমার। দীর্ঘদিন হয় এটা আমার নিকট হতে হারিয়ে গিয়েছে। হযরত শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, হে খ্রিস্টান! তোমার কি বক্তব্য? সে বলল, আমি বলি না যে, আমিরুল মুমিনীন ভুল বলছেন। তবে বর্মটি আমারই। হযরত শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমার ফয়সালা এই যে, যেহেতু আপনার নিকট কোন প্রমাণ নেই, সেহেতু এই বর্ম তার নিকট থেকে নেয়া যাবে না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কাজী শুরাইহ ঠিক ফয়সালা করেছে। এটা শুনে খ্রিস্টান বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটা নবীদের ফায়সালার অনুরূপ। আমিরুল মুমিনীন আপন অধীনস্থ কাজীর কাছে স্বয়ং এসেছেন এবং কাজী তার বিপক্ষে ফয়সালা করেছেন। খোদার কসম! হে আমিরুল মুমিনীন, এই বর্ম আপনার। একদিন আমি আপনার পিছনে পথ চলছিলাম, তখন আপনার ধূসর বর্ণের উট থেকে এই বর্মটি নিচে পড়ে গেলে আমি তা উঠিয়ে নিয়েছিলাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছ তখন এই বর্ম তোমার। এবং তাকে একটি ঘোড়াও দান করলেন।

- **"বনু সালামার" যুবকগণ এর কর্মপদ্ধতি ও আমর বিন জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণ**

হযরত ইবনে ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, আনসারগণ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইয়াত হয়ে ফিরে আসার পর মদিনায় ইসলাম প্রসার লাভ করল। কিন্তু আনসারদের মধ্য হতে তখনও কিছু মুশরিক নিজেদের ধর্মের উপর অবিচল ছিল। তাদের মধ্যে একজন আমর ইবনে যামুহ ছিলেন। তার পুত্র মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াতে আকাবায় শরিক ছিলেন। এবং সেখানে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। আমর ইবনে যামুহ বনু সালামা গোত্রের সরদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে একজন ছিলেন। সুতরাং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মত তিনিও নিজ ঘরে মানাত নামক একটি কাঠের মূর্তি তৈরি করে রেখেছিলেন। সেটা কে নিজের মাবুদ মনে করতেন এবং সেটা কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুয়াজ ইবনে আমর ইবনে জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বনু সালামা গোত্রের যারা

বাইয়াতে আকাবায় শরীক হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন, তারা রাতের বেলা যেয়ে আমরের সেই মূর্তি উঠিয়ে আনতেন এবং বনু সালামার এলাকায় আবর্জনাময় একটি গর্তে সেটাকে উপুর করে ফেলে দিতেন। সকালবেলা আমর চেঁচামেচি করতেন এবং বলতেন, তোমাদের নাশ হোক! আজ রাতে আমাদের মাবুদের উপর কে চড়াও হয়েছে? তারপর সেটাকে খুঁজতে বের হতেন এবং খুঁজে এনে সেটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতেন। তারপর বলতেন, খোদার কসম! আমি যদি জানতে পারি কে তোমার সাথে এমন করে তবে অবশ্যই তাকে অপদস্ত করে ছাড়ব। সন্ধ্যায় আমর ঘুমিয়ে পড়লে যুবকগণ আবার মূর্তির উপর চড়াও হয়ে পূর্বের মত করলেন। এভাবে কয়েকবার করার পর একদিন আমর সেটা কে উঠিয়ে এনে ধুয়ে পরিষ্কার করলেন এবং সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন। তারপর নিজের তরবারি এনে উহার সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে মূর্তিকে বললেন, খোদার কসম! তুমি তো দেখছ,, আমি বুঝতে পারছি না যে, কে তোমার সাথে এই আচরণ করছে? অতএব যদি তোমার মধ্যে কোন ক্ষমতা থাকে, তবে তরবারি তোমার সাথে রইল, তুমি নিজেকে রক্ষা কর। সন্ধ্যায় যখন আমর ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন যুবকগণ সেটার উপর চড়াও হলেন এবং ঘাড় থেকে তরবারিটা নিয়ে সেটা কে একটি মৃত কুকুরের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে বনু সালামার এলাকায় মানুষের মলমুত্র ইত্যাদির আবর্জনাময় একটি কূপের ভিতর উপুর করে ফেলে দিলেন। সকালবেলা আমর মূর্তিকে যথাস্থানে না পেয়ে সেটার খোঁজে বের হলেন এবং কূপের ভিতর কুকুরের সাথে বাধা অবস্থায় উপুর হয়ে পড়ে রয়েছে দেখলেন, মূর্তির দুর্দশা দেখে সেটার ব্যাপারে তার দিব্যজ্ঞান লাভ হলো যে, (সে তো নিজেকে নিজে রক্ষা করতে অক্ষম)। তারপর তার কওমের মুসলমানরা তার সাথে আলাপ করলেন এবং তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তার উপর রহমত নাজিল করুন। পরবর্তীকালে তিনি অতি সুন্দর ইসলামী জীবন যাপন করেছিলেন।

- **আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথীদের আদর্শ ও রাফে ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণ**

হিজরী নবম বর্ষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ছোট একটি বাহিনীর আমির বানিয়ে তাঈ অঞ্চলে পাঠালেন। তাকে নির্দেশ দিলেন যে, ওই অঞ্চলের ইসলাম গ্রহণকারী আরবদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে এবং সেই উদ্দেশ্যে তার সাথে শামে রওনা হতে। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে, যেন তারা শত্রুদের সাথে মিলিত না হয়। এই বাহিনীর মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও কিছু বড় বড় সাহাবী। তারা

যেতে যেতে যখন তাঈ পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন রাস্তা হারিয়ে ফেললেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই বিপজ্জনক মরুভূমিতে আমাদের পথ দেখিয়ে নেওয়ার জন্য একজন দক্ষ অভিজ্ঞ রাহবারের ব্যবস্থা করে দাও। তাকে বলা হলো, একমাত্র রাফে ইবনে উমাইর আত তাঈ-ই হতে পারে উপযুক্ত পথপ্রদর্শক। কারণ, এই বিপজ্জনক মরুভূমির পথঘাট সম্পর্কে সেই সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ। এ কথা শুনে তারা তাকে ডেকে তাদের পথ দেখিয়ে নেওয়ার জন্য চুক্তি করে নিলেন। রাফি ইবনে উমাইর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবীর সাথে কাটালেন কয়েকটি দিন ও রাত। তিনি এরই মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠ চরিত্র, উন্নত স্বভাব আর আদর্শ রীতি নীতির দেখা পেয়েছেন। যেগুলো তার অন্তরের মধ্যে তাদের প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত করে দিয়েছে। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন - সেই দলের সাথে থাকাকালীন আমি তাদের সকলের কথাই চিন্তা করতাম। বিশেষত, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে আমি সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতাম। তার সঙ্গীরা প্রত্যেকেই ভালো ছিল, তা সত্ত্বেও তার প্রতি আমার বেশী মনোযোগ ছিল। যখন আমরা কাজ শেষ করে আবার সেই বাড়ি ঘরের কাছে ফিরে এলাম এবং আমাদের ছেড়ে তাদের চলে যাওয়ার সময় এল, তখন আমি অনুভব করলাম, তারা চলে যাবেন ঠিকই তবে আমার হৃদয়কে সঙ্গী বানিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, হে আমার ক্ষনিকের পথিক বন্ধু! আমি বারবার লক্ষ্য করেছি, আপনার সঙ্গীদের মধ্য থেকে আপনাকে বাছাই করেছি। আপনি দয়া করে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা মুখস্ত করলে আপনাদের মত হতে পারব। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার পাঁচ আঙ্গুল ধরে গণনা করতে পার? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে গণনা কর। এক, তুমি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল। দুই, তুমি নামাজ কায়েম করবে। তিন, যদি তোমার সম্পদ থাকে, তাহলে যাকাত দিবে। চার, রমজান মাসে রোজা রাখবে। পাঁচ, সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, মুখস্ত হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ হয়েছে, আপনি একবার শুনুন। এক, আমি সাক্ষ্য দিব যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল। দুই, আমি নামাজ কায়েম করব। তিন, যদি আমার সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দিব। চার, রমজান মাসে রোজা রাখব। পাঁচ, সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করব। সেদিন থেকে মরুদস্যু রাফে বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুরু করলেন ঈমানের নূরে আলোকিত জীবনের নতুন অধ্যায়।

- **হযরত খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাত ও সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণ**

মক্কার অদূরে "তানঈমের" খোলা প্রান্তরে সমবেত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। মক্কার তরুণ সাঈদ ইবনে আমেরও তাদের মধ্যে ছিল। আজ এখানে প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু কে। যাকে ধোঁকা দিয়ে বন্দী করে মক্কায় আনা হয়েছে। সাইদ ইবনে আমের তাকে কাছ থেকে গভীরভাবে দেখছিলেন, শুনলেন, হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, তোমরা যদি হত্যার পূর্বে আমাকে দুই রাকাআত নামাজের সুযোগ দিতে চাও, তাহলে দাও। তিনি কাবার দিকে ফিরে প্রশান্ত মনে দুই রাকাআত নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে বললেন, আল্লাহর কসম! "আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজ দীর্ঘ করে কালক্ষেপণ করছি"- তোমাদের এই ধারণার ভয় না হলে, আমি দীর্ঘ নামাজ পড়তাম। এরপর সাঈদ ইবনে আমের স্বচক্ষে নিজ কওমের নিষ্ঠুরতা দেখলেন। দেখলেন, জীবন্ত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হচ্ছে। এরই মধ্যে কুরাইশ নেতারা হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করল, তুমি নিজের শাস্তি মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাও? রক্ত রঞ্জিত দেহে হযরত খুবাইব রদিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার করে জবাব দিলেন, অসম্ভব! আমার শাস্তি প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার তো প্রশ্নই ওঠে না, তার শরীরে একটু কাঁটার আঁচড়ও লাগাতে চাইলে, আমি আমার নিজের ও পরিবারের সকলের জীবন দিয়ে হলেও তা প্রতিরোধ করব। সাঈদ ইবনে আমের আরও দেখলেন, শূলমঞ্চের উপর থেকে হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছেন, হে আল্লাহ! এদেরকে একটি একটি করে গুনে রাখ! এদের প্রত্যেককে তাড়িয়ে তাড়িয়ে হত্যা কর! এদের কেউ যেন ছাড়া না পায়,,, অবশেষে অগণিত তরবারি ও বল্লমের আঘাতে ঝাঁঝরা দেহে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সাঈদ ইবনে আমেরের স্মৃতি থেকে হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিষয়টি আড়াল হলো না। তার স্মৃতিতে ভেসে উঠত শূলদন্ডের সামনে প্রশান্তভাবে দুই রাকাআত নামাজ পড়ার দৃশ্য। তার কানে বাজত, সেই বদদুয়ার শব্দগুলো যা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন কুরাইশদের বিরুদ্ধে। মনে হত, এই বুঝি আকাশ থেকে কোন পাথর তার উপর নিক্ষিপ্ত হবে অথবা বজ্রের আঘাত এসে তার জীবন শেষ করে দিবে,, হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু শিক্ষা দিয়ে গেলেন, জীবনের আসল অর্থ হল, একটি সত্য আকিদা ও বিশ্বাস। আর মৃত্যু পর্যন্ত সেই আকিদা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। আর শিখিয়ে গেলেন, যে নবীকে তার সাহাবীরা জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সন্দেহ নেই তিনি আসমান থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত

সত্য নবী,, আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে আমেরের হৃদয় খুলে দিলেন ইসলামের জন্য। তিনি একদল মানুষের মাঝে দাঁড়ালেন এবং স্পষ্ট ভাষায় দেবদেবীর পূজা বর্জন করে ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিলেন। রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

- **হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাত ও তার ঘাতকের ইসলাম গ্রহণ**

জাব্বার ইবনে সুলমা কিলাবি ছিল হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যাকারী। সে বলেছে যে, আমি যখন তাকে বর্শা মারলাম তখন তিনি বললেন, কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। পরবর্তীতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি স্বয়ং নিহত হচ্ছে আর বলছে, "আমি সফলকাম হয়েছি" এর কি অর্থ? লোকেরা বলল, এই সফলতা হল বেহেশত লাভের সফলতা। আমি বললাম, তিনি সত্য বলেছেন। আর এই কথার উপর জাব্বার মুসলমান হয়ে গেলেন। রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

যুদ্ধের ময়দানে দা'ওয়াত প্রদান

- **হযরত হারেস ইবনে মুসলিম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দা'ওয়াত প্রদান**

মুসলিম বিন হারেস ইবনে মুসলিম রহ বলেন, আমার পিতা হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এক জামাআত প্রেরণ করলেন। আমরা যখন আক্রমণস্থলের নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি আমার ঘোড়া দ্রুত ছুটিয়ে সঙ্গীদের আগে চলে গেলাম। এলাকার লোকজন এলাকা থেকে বের হয়ে এসে কাঁদতে লাগলো, আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়, নিরাপদ হয়ে যাবে। তারা কালেমা পড়ল। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গীগণ এসে পৌছল এবং আমাকে তিরস্কার করতে লাগল। তারা বলল, আপনি আমাদেরকে হাতে পাওয়া গনিমতের মাল থেকে বঞ্চিত করেছেন। তারপর আমরা ফিরে আসলে আমার সঙ্গীগণ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই ঘটনা ব্যক্ত করল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমার উক্ত কাজের প্রশংসা করে বললেন, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিনিময়ে তোমার জন্য এত এত সওয়াব লিখে দিয়েছেন।

- **ইবনে আবি আওজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দাওয়াত প্রদান**

যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজা ওমরা থেকে ফেরার পর হযরত ইবনে আবি আওজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০ জন ঘোড়সওয়ারের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। একজন গুপ্তচর কওম কে যেয়ে এই সংবাদ পৌঁছে দিল এবং তাদেরকে সাবধান করে দিল। তারা বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করল। হযরত ইবনে আবি আওজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন

তারা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের এই প্রস্তুতি ও সৈন্য সমাবেশ দেখে তাদেরকে ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিলেন। তারা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের কোন কথা শুনল না এবং বলল তোমরা যে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছ, আমাদের সেটার প্রয়োজন নেই। এই বলে তারা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল এবং চারদিক থেকে কাফেরদের সাহায্যে লোকজন আসতে লাগল। অবশেষে তারা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ঘোরতরভাবে যুদ্ধ লিপ্ত হলেন। তাদের প্রায় সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন। হযরত ইবনে আবি আওজা রাদিয়াল্লাহু আনহু গুরুতরভাবে আহত হলেন এবং সঙ্গীদের নিয়ে কোনরকমে অষ্টম হিজরির সফর মাসের প্রথম তারিখে মদিনায় ফিরে আসলেন।

- **হযরত কা'ব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দাওয়াত প্রদান**

যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত কাব ইবনে উমায়ের গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ১৫ জনের এক জামাআতের সাথে প্রেরণ করেন। তারা সিরিয়ার "যাতে আতলাহ" নামক স্থানে পৌঁছে সেখানে কাফেরদের এক বিরাট সংখ্যা দেখতে পেলেন। তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন, কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করল না বরং তারা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এই অবস্থা দেখে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে তুমুলভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং প্রায় সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন। তাদের মধ্যে শুধু একজন আহত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে অতিকষ্টে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু সংবাদ পেলেন যে, তারা অন্যত্র চলে গিয়েছে। অতএব তিনি সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।

- **হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দা'ওয়াত প্রদান**

আবুল বাখতারী রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে, হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মুসলিম বাহিনীর আমির ছিলেন। তারা পারস্য সাম্রাজ্যের একটি দুর্গ অবরোধ করলেন। মুসলমানগণ হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমরা তাদের উপর হামলা করব কি? হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে একটু সময় দাও। আমি তাদেরকে তেমনভাবে দা'ওয়াত দিব যেমন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুদের প্রতি দা'ওয়াত প্রদান করতে শুনেছি।
তারপর হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই দুর্গবাসীদের প্রতি লক্ষ্যকরে বললেন, আমি তোমাদেরই মত একজন পারস্যের লোক। তোমরা নিজেরাই দেখছো যে, আরবের লোকেরা

আমাকে কেমন মান্য করছে। যদি তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, তবে আমাদের মতো তোমরাও সকল অধিকার লাভ করবে এবং আমাদের উপর যে সকল দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে তোমাদের উপরও তা হবে। আর যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার কর এবং নিজেদের ধর্মের উপর থাকতে চাও, তবে আমরা তোমাদেরকে নিজ ধর্মের উপর থাকতে দিব; কিন্তু নত হয়ে নিজ হাতে আমাদেরকে জিযিয়া প্রদান করবে। হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে ফার্সি ভাষায় বললেন যে,(এই জিযিয়া প্রদানের দ্বারা তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে বটে কিন্তু) কোনরূপ সম্মানের যোগ্য থাকবে না। আর যদি তোমরা জিযিয়া প্রদান করতে অস্বীকার কর, তবে আমরা তোমাদের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হব। তারা বলল, আমরা ঈমানও গ্রহণ করব না, জিযিয়া ও প্রদান করব না, আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব। মুসলমানগণ হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমরা তাদের উপর হামলা করব কি? হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না। অতঃপর তিনি দুর্গবাসীকে একইভাবে তিনদিন দা'ওয়াত দিলেন। তারপর বললেন, তোমরা হামলা কর। অতএব মুসলমানগণ হামলা করলেন এবং উক্ত দুর্গ জয় করে নিলেন।

যুদ্ধের পূর্বে দা'ওয়াত প্রদানের নির্দেশ

- **হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নির্দেশ**

হযরত ওরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে আরব মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রেরনের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদেরকে ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিবে এবং তাদেরকে ইসলামের লাভ এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে। অন্তরে তাদের হিদায়েত লাভের পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা রাখবে। মুরতাদের মধ্য হতে কালো-গোরা যে কেউ এই দা'ওয়াতকে গ্রহণ করবে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, যুদ্ধ তো একমাত্র কাফেরকে ঈমানের ওপর আনার জন্য করা হয়ে থাকে। যখন দা'ওয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল এবং সে তার ঈমানকে সত্য বলে প্রমাণ করল তখন তাকে ধরপাকড় করার আর কোন পথ থাকে না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার হিসাব গ্রহণ করবেন। আর যে সকল মুরতাদ ইসলামের দা'ওয়াত গ্রহণ করবে না তাদেরকে কতল করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

- **হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নির্দেশ**

হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবি হাবিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখলেন যে আমি তোমার নিকট পূর্বেও লিখেছি যে, লোকদেরকে তিন দিন যাবত ইসলামের দা'ওয়াত দিবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করবে, সে মুসলমানদের

একজন বলে গণ্য হবে। এবং মুসলমানদের মত সকল অধিকার লাভ করবে। ইসলামে তার জন্য অংশ থাকবে। আর যে ব্যক্তি যুদ্ধের পর অথবা পরাজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করবে, তার মাল সম্পদ মুসলমানদের জন্য গনিমত হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, মুসলমানগন তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তার মাল সম্পদের উপর কব্জা করেছে। তোমার প্রতি আমার এটাই নির্দেশ এবং এই উদ্দেশ্যেই তোমাকে পত্র লিখছি।

দা'ওয়াতি অঙ্গনে মহিলা সাহাবীয়া রা.দের অবদান

- **হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর অবদান**

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াতকে সর্বপ্রথম সত্যায়নকারী ও সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী মহিলা ছিলেন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। হযরত জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সর্বপ্রথম ওহী নিয়ে আগমন করেন। তিনি সেখান থেকে ঘরে ফিরে এসে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ওহী আগমনের ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আমার তো প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কা হচ্ছে! হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আপনার ভালো হোক! আপনি ভয় পাবেন না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আপনি সদা সর্বদা সত্য কথা বলেন। অন্যের ঋণের বোঝা নিজের কাধে উঠিয়ে নেন। এতিম অসহায়দের খোঁজখবর রাখেন। আপনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। লোকজনের আমানত ঠিকমত আদায় করেন। মেহমানদের সম্মান করেন এবং যাবতীয় ভালো কাজে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

- **উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা এর দা'ওয়াত প্রদান**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন ইকরামা ইবনে আবি জাহলের স্ত্রী হযরত উম্মে হাকিম বিনতে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণ করার পর বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইকরামা আপনার নিকট থেকে ইয়ামানের দিকে পালিয়ে গিয়েছে। সে আশঙ্কা করছিল যে, আপনি তাকে কতল করে দিবেন। অতএব, তাকে নিরাপত্তা দান করুন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে নিরাপদ। ইকরামার স্ত্রী হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা তার রোম দেশীয় গোলামকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে বের হলেন। পথিমধ্যে গোলাম তাকে অপকর্মের জন্য বললে উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে আশা দিয়ে এক গোত্রের নিকট যেয়ে উঠলেন। এবং তাদের নিকট গোলামের ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন। গোত্রের লোকেরা গোলামকে বেঁধে রাখলো। হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামীর কাছে এমন সময় পৌঁছলেন, যখন তিনি তিহামার সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে নৌকায় চড়ে বসলেন। নৌকার মাঝি বলতে লাগল, ইখলাসের কালেমা পড়ে

নাও। ইকরামা জিজ্ঞাসা করল, কি বলব? মাঝি বলল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বল। ইকরামা বলল, আমি তো এই কালেমা থেকেই পলায়ন করে এসেছি। ইতিমধ্যে হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা সেখানে পৌঁছলেন। কাপড় নেড়ে তার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন, এবং বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই! আমি তোমার কাছে এমন ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি, যিনি সর্বাধিক সম্পর্ক স্থাপনকারী, সর্বাপেক্ষা সদাচারী ও উত্তম ব্যক্তি। তুমি নিজেকে নিজে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না। ইকরামা এসকল কথা শুনে থামলেন। উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তোমার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে এনেছি। ইকরামা বললেন, সত্যিই কি নিরাপত্তা নিয়েছ? হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হ্যাঁ, আমি তার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। ইকরামা তার সাথে ফেরত রওনা হলেন। পথিমধ্যে উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা তার রোমদেশীয় গোলামের ঘটনা সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। ইকরামা গোলামটি কে কতল করে দিলেন। তিনি তখনও মুসলমান হয়েছিলেন না। ইকরামা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম দের কে বললেন, ইকরামা ইবনে আবি জাহল "মুমিন ও মুহাজির" হিসাবে তোমাদের নিকট আসছে। তোমরা তার পিতাকে গালমন্দ করো না। কারণ, মৃতকে গালমন্দ করলে তার আত্মীয় স্বজন কষ্ট পায়। মৃতের কাছে তা পৌঁছায়না।

- **হযরত গুমাইসা বিনতে মিলহান (উম্মে সুলাইম) রাদিয়াল্লাহু আনহা এর দা'ওয়াত প্রদান**

বনু নাজ্জার গোত্রের হযরত গুমাইসা বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তার স্বামী মালিক ইবনে নজর মুসলমান হলেন না। সে তাকে বাপ দাদার ধর্মে ফিরে আসতে বলত। কিন্তু গুমাইছা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম ধর্মে অটল ছিলেন। তিনি তার স্বামীকে দা'ওয়াত দিতেন, বলতেন, তুমি কি মাটি থেকে উৎপন্ন গাছের একটি ডালের পূজা করতে থাকবে? যেই মাটিকে তুমি পা দিয়ে মাড়াও! তুমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে পূজা করবে একটি তক্তার? যাকে করাত ও রেঁদা দিয়ে সমান করেছে মদিনার বাজারের কোন এক হাবশি ছুঁতার? কিন্তু মালিক তার এমন যুক্তিপূর্ণ দাওয়াতেও ইসলাম গ্রহণ করল না বরং মদিনা ছেড়ে শামে চলে গেল এবং সেখানেই মুশরিক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করল। গুমায়সা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিধবা হওয়ার সংবাদ মদিনায় ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই তাকে বিবাহ করতে চাইল, কিন্তু ধর্মীয় ভিন্নতায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কায় ইচ্ছা প্রকাশ করতে সাহস করল না। তবে জায়েদ ইবনে সাহল- ডাক নাম আবু তালহা তিনি ভাবলেন, তারা দুজনেই নাজ্জার গোত্রের, এই গোত্রীয় সম্পর্কের খাতিরে হয়ত তিনি

বিবাহে সম্মত হবেন। তাই তিনি গুমাইছা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে যেয়ে বললেন, হে উম্মে সুলাইম! আমি তোমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না। গুমাইসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আবু তালহা! আল্লাহর কসম, তুমি এমন মানুষ নও যাকে ফিরিয়ে দেয়া যায় কিন্তু তুমি কাফের আর আমি মুসলিম। তোমার সাথে আমার বিবাহ সম্ভব নয়। তবে যদি ইসলাম কবুল কর তবে তোমার কাছে ইসলাম ছাড়া আর কোন মোহরানা আমি চাইব না। তিনি জবাব দিলেন, বিষয়টি নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে দাও। দু'দিন পরে আবু তালহা এসে বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একা, তার কোন শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল"। তারপর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। মদিনায় মানুষের মুখে মুখে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল যে, আমরা কখনো কোন নারীর কথা শুনিনি যার মহরানা উম্মে সুলাইমের চেয়ে বেশী মর্যাদাপূর্ণ! কারণ, উম্মে সুলাইমের মোহরানা ছিল "ইসলাম"।

- **উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণে তার বোনের ভূমিকা**

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয় আল্লাহ! উমর ইবনে খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

সেই রাতের প্রথম অংশে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বোন তিলাওয়াত করছিলেন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

"অর্থঃ (হে নবী) আপনি নিজের রবের নাম নিয়ে কুরআন পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন।**"**
(সূরা আলাক, আয়াত- ১)

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এত বেশি প্রহার করলেন যে, তিনি আশঙ্কা করলেন যে, হয়তো তাকে মেরে ফেলেছেন। ভোররাতে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘুম থেকে উঠে পুনরায় তাকে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনতে পেয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা না কোন কবিতা আর না অস্পষ্ট কোন কথা যা বুঝা যায় না। অতএব, তিনি সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মুসলমানদের মধ্যে নসিহত, দ্বীন ও ইলম শিক্ষাদান

- **রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কর্তৃক সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম দেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা**

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়ামান হতে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমাদের এলাকায় এমন

একজন পাঠান, যিনি আমাদেরকে দ্বীন বুঝাবেন, সুন্নত শিক্ষা দিবেন এবং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের ফায়সালা করবেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলী! তুমি ইয়ামানবাসীদের নিকট যাও। তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে বুঝাবে। সুন্নাত শিক্ষা দিবে এবং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তাদের ফায়সালা করবে। আমি বললাম, ইয়ামানবাসীরা মূর্খ জাতি। তারা আমার নিকট হয়ত এমন বিষয় নিয়ে উপস্থিত হবে যা সম্পর্কে আমার নিকট কোন ইলম থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে চাপড় মারলেন এবং বললেন, তুমি যাও। আল্লাহ তাআলা তোমাকে পথ দেখাবেন। তোমার জিহ্বাকে দৃঢ় করে দিবেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সুতরাং আমি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে ফয়সালা করতেও কোন প্রকার সন্দেহে পড়িনি।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়ামানবাসীগণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাদের সাথে এমন এক ব্যক্তি দিন, যিনি আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবেন। তিনি হযরত আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরলেন, আর তাকে তাদের সাথে পাঠালেন এবং বললেন, এই ব্যক্তি এই উম্মতের আমানতদার।

হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াজ ও হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুম কে ইয়ামান পাঠিয়ে ছিলেন এবং লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কায়েসের একটি গোত্রের নিকট, তাদেরকে ইসলামী শরীয়ত শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠালেন। আমি দেখলাম, জংলী উটের মত তাদের দৃষ্টি উর্ধ্ব-পাণে প্রসারিত। উট-বকরি ছাড়া তাদের আর কোন চিন্তা নেই। আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেছ? আমি তাকে কওমের অবস্থা ও তাদের অমনোযোগিতার কথা জানালাম। তিনি বললেন, হে আম্মার! আমি তোমাকে এদের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য কওমের কথা বলব কি? এ সকল লোক যা জানে না, তারা তা জেনেও এদের মতই অমনোযোগী হবে।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কতৃক প্রেরণ করা

হযরত ইবনে মুজাররাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি কুফাবাসীদের নিকট প্রেরিত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি পড়েছি। তাতে লেখা ছিল, "অতঃপর আমি আম্মার কে আমীররূপে আর আব্দুল্লাহকে শিক্ষক ও উজির হিসাবে পাঠালাম। তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমরা তাদের

কথা মান, অনুসরণ কর। আর আমি আব্দুল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের (প্রয়োজনকে) আমার (প্রয়োজনের) উপর প্রাধান্য দিলাম।

হযরত আবুল আসওয়াদ দুআলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি বসরা যেয়ে সেখানে ইমরান ইবনে হুসাইন ও আবু নুযাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে দেখতে পেলাম। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরাবাসীদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পাঁচজন আনসারী কুরআন জমা করেছিলেন হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকালে ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট চিঠি লিখলেন যে, "শামবাসীগণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অশিক্ষিত এবং শহরগুলি পরিপূর্ণ করে ফেলেছে। তাদের জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যে তাদেরকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিবে। হে আমিরুল মুমিনিন! আমাকে এমন কিছু লোক দ্বারা সাহায্য করুন, যারা তাদেরকে শিক্ষা দিবে।" হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত পাঁচজনকে ডেকে বললেন, তোমাদের শামবাসী ভাইবোন আমার নিকট এমন লোকের সাহায্য চেয়েছে যারা তাদেরকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিবে। আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন। তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে যেকোনো তিনজন দ্বারা আমাকে সাহায্য কর। এ ব্যাপারে তোমরা ইচ্ছা করলে লটারি করতে পার। আর যদি তিনজন রাজি হয় তবে যেন তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা বললেন, আমাদের লটারির প্রয়োজন নেই। ইনি, "হযরত আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু" বয়োবৃদ্ধ লোক। আর ইনি, "হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু" অসুস্থ। বাকি তিনজন মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু, ও হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তুত হলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা হেমস থেকে আরম্ভ কর। সেখানে বিভিন্ন ধরনের লোক পাবে। কিছু লোক পাবে, যারা দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং, যদি এমন দেখ, তবে কিছু লোককে তাদের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে দিবে। যখন তাদের শিক্ষার ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, তখন তোমাদের একজন সেখানে থেকে যাবে। আরেকজন দামেশকে, আরেকজন ফিলিস্তিনে চলে যাবে। তারা প্রথমে হেমসে গেলেন। সেখানে তারা ততদিন অবস্থান করলেন যতদিন না লোকদের শিক্ষার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলেন। তারপর হযরত উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে থেকে গেলেন। আর আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু দামেশকে ও হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিলিস্তিনে চলে গেলেন। হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু মহামারীর বৎসর ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন। হযরত উবাদা

রাদিয়াল্লাহু আনহু পরে ফিলিস্তিন চলে আসলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ পর্যন্ত দামেস্কে রইলেন এবং সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়।

অন্যান্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর নসিহত ও দ্বীন শিক্ষা দেওয়া

- **কারীদের প্রতি নসিহত**

হযরত আবু কেনানা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু "কারীদেরকে" একত্র করলেন। প্রায় তিনশত লোক একত্রিত হল। তিনি তাদের কাছে কুরআনের আজমত বর্ণনা করলেন এবং বললেন নিশ্চয়ই এই কুরআন তোমাদের জন্য সওয়াবের জিনিস হবে অথবা তোমাদের জন্য গুনাহের বোঝা হবে তোমরা কুরআনের অনুসরণ কর। কুরআন যেন তোমাদের অনুসরণ না করে। কারণ, যে ব্যক্তি কুরআন কে অনুসরণ করবে কুরআন তাকে জান্নাতের বাগানে পৌঁছে দিবে আর কুরআন যার অনুসরণ করবে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলে দিবে।

- **ছাত্রদের প্রতি উপদেশ**

হযরত ফাজালা ইবনে ওবায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার ছাত্রগণ যখন তার কাছে উপস্থিত হত, তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা পুনরাবৃত্তি কর, পরস্পর সুসংবাদ দান কর, জ্ঞান বৃদ্ধি কর। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ইলমকে বৃদ্ধি করবেন, তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, যারা তোমাদেরকে ভালবাসবে তাদেরকেও ভালবাসবেন। মাসায়েলসমূহ আমাদেরকে পুনরায় শোনাও। কারণ, পরের বারের সওয়াব পূর্বেরবারের সমান সমান। তোমাদের কথাবার্তার সাথে ইস্তেগফার কে শামিল করে নাও ।

- **ইলম শিক্ষাদান**

হযরত আসওয়াদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে এমন ভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেমন কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন এবং তার মধ্যে আলিফ ও ওয়াওয়ের ভুল হলেও ধরতেন।

হযরত হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে, এক বেদুইন এসে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আমাকে দ্বীন শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মদূর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য দিবে। নামাজ কায়েম করবে। যাকাত দিবে। হজ করবে ও রমজানের রোজা রাখবে। মানুষের প্রকাশ্য বিষয়ের উপর বিচার করবে। গোপন বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। লজ্জাকর বিষয় থেকে দূরে থাকবে। যখন আল্লাহর সাথে তোমার দেখা হবে, তখন বলবে উমর আমাকে এগুলোর আদেশ করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বীনের পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা

“সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম দ্বীন প্রচারের খাতিরে কিভাবে দুঃখ কষ্ট নির্যাতন ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করেছেন। কিভাবে তারা বিশ্বময় দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য নিজের জান ও মাল কুরবান করেছেন। পুরুষ সাহাবাদের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমরা ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য কেমন কুরবানী করেছেন, তার অল্প কিছু নমুনা পেশ করা হলো।”

- **সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর কষ্ট সহ্য করা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা**

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করলাম, মুশরিকগণ কি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের উপর এত অত্যাচার করত যে, অতিষ্ঠ হয়ে (বাহ্যিকভাবে) দ্বীন ছেড়ে দিলেও তাদেরকে নিরপরাধ মনে করা হতো? হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! মুশরিকগণ একজন মুসলমানকে এত পরিমাণে মারধর করত এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট দিত যে, অত্যাধিক কষ্টের দরুন সে সোজা হয়ে বসতে পারতো না। এমনকি (প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে) তাদের শিরকী কথা মুখে উচ্চারণ করতে হতো। তারা বলত, বল্, আল্লাহ ব্যতীত লাত-উজ্জা দুই মাবুদ। সেই মুসলমান (বাধ্য হয়ে) বলত, হ্যাঁ। এমনকি কোন ময়লার পোকা সামনে পড়লে বলত, বল্, আল্লাহ ব্যতীত এই পোকা তোর মাবুদ কিনা? সেই মুসলমান প্রানের খাতিরে অতিষ্ঠ হয়ে “হ্যাঁ” বলতে বাধ্য হত।

- **হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, পুরুষ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সংখ্যা ৩৮ জন হল, তখন একদিন তারা সমবেত হলেন এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রকাশ্যে ইসলামের দা’ওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে জোর আবেদন জানালেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! আমরা তো এখনও সংখ্যায় কম। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বারবার অনুরোধ করছিলেন। অবশেষে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দা’ওয়াতের জন্য বের হলেন। মুসলমানগণ মসজিদে হারামের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ কওমের কাছে যেয়ে বসলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দা’ওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে রইলেন। ইসলামের সর্বপ্রথম খতিব হলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাদেরকে

আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলের প্রতি আহ্বান জানালেন। মুশরিকগণ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং মসজিদে হারামের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদেরকে অত্যাধিক মারধর করল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্মমভাবে মারা হলো এবং পা দ্বারা মাড়ানো হল।

- **হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পর জিজ্ঞাসা করলেন, কুরাইশদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা কথা প্রচার করতে পারে? বলা হলো, জামিল ইবনে মা'মার জুমাহী। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকালবেলা তার কাছে গেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিও তার পিছনে পিছনে গেলাম, যে, দেখি তিনি কি করেন? আমি তখন ছোট হলেও যা দেখতাম তা বুঝতে পারতাম। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জামিল এর কাছে এসে বললেন, হে জামিল! তুমি কি জানতে পেরেছ যে, আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি। এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীন গ্রহণ করেছি? হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! জামিল কোন জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং নিজের চাদর টানতে টানতে চলল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিছনে এবং আমি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিছনে চললাম। সে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলল, হে কুরাইশগণ! শোন, খাত্তাবের বেটা বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে। কুরাইশগণ তখন কাবার চতুর্দিকে নিজ নিজ মজলিসে বসে ছিল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জামিলের পিছন থেকে বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। কাফেরগন এই কথা শোনা মাত্রই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সূর্য মাথা বরাবর হওয়া পর্যন্ত হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাদের মধ্যে লড়াই চলতে থাকল। অবশেষে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। আর তারা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইল,, তিনি বলছিলেন, যা ইচ্ছা করতে পার! আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমরা (মুসলমানগণ) যদি তিনশত জনও হতে পারি, তবে হয়ত আমরা তোমাদের জন্য মক্কার জমিন ছেড়ে চলে যাব, আর না হয় তোমরা আমাদের জন্য তা ছেড়ে চলে যাবে।

- **হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম তাইমি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পর, তার চাচা হাকাম ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া তাকে ধরে রশি দিয়ে মজবুত করে বাধলেন এবং বললেন, তুমি বাপ দাদার ধর্ম

ছেড়ে নতুন দ্বীন গ্রহণ করেছ? খোদার কসম, এই নতুন দ্বীন যা গ্রহণ করেছ, তা ত্যাগ করা পর্যন্ত তোমার বাঁধন খুলবো না।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো সেই দ্বীন ত্যাগ করবো না। হাকাম যখন তাকে দ্বীনের উপর মজবুত দেখলেন, তখন ছেড়ে দিলেন।

- **হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত মাসউদ ইবনে হিরাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করছিলাম। এমন সময় দেখলাম, অনেক লোক ঘাড়ের উপর হাত বাধা এক যুবকের পিছনে পিছনে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই যুবকের কি হয়েছে?

লোকেরা বললো, এই যুবকের নাম তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ। সে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে। যুবকটির পিছনে একজন মহিলাকে দেখলাম, রাগান্বিত হয়ে গালাগাল দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাটি কে? লোকেরা বললো, যুবকের মা সাবাহ বিনতে হাজরামী।

- **হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু**

আবুল আসওয়াদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৮ বছর বয়সে মুসলমান হয়েছেন এবং ১৮ বছর বয়সে তিনি হিজরত করেছেন। তার চাচা তাকে ইসলাম গ্রহণের কারণে চাটাই এর মধ্যে পেঁচিয়ে আগুনের ধোঁয়া দিত এবং বলত, কুফরের দিকে ফিরে আস। কিন্তু হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আমি কাফের হব না।

হযরত হাফস ইবনে খালেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একবার মুসিল থেকে এক বৃদ্ধলোক আমাদের কাছে আসলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এক জনশূন্য প্রান্তরে তার গোসলের প্রয়োজন হল। সেখানে পানি, ঘাস, মানুষ বলতে কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, একটু পর্দার ব্যবস্থা কর। আমি তার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করলাম। গোসল করার সময় হঠাৎ তার শরীরের প্রতি আমার নজর পড়ল। আমি লক্ষ্য করলাম, তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে তলোয়ারের আঘাত রয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আপনার শরীরে আমি যে পরিমাণ তলোয়ারের আঘাত দেখেছি, অন্য কারো শরীরে তা দেখিনি। তিনি বললেন,তুমি দেখে ফেলেছ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ, দেখেছি। তিনি বললেন, শুনে রাখ, আল্লাহর কসম! এর প্রত্যেকটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আল্লাহর রাস্তায় লেগেছে।

- **হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সর্বপ্রথম যারা ইসলামকে প্রকাশ করেছেন তারা সাতজন ছিলেন। হযরত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার মা সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা,

হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা তার চাচার দ্বারা এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার কওমের দ্বারা হেফাজত করেছেন। অন্য সকলকে কাফেরগণ ধরে এভাবে শাস্তি প্রদান করেছে যে, লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে তাদেরকে রৌদ্রে দাঁড় করানো হতো এবং প্রখর রৌদ্রে সেই লৌহবর্ম উত্তপ্ত হয়ে তাদের কষ্ট হতো। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত তাদের প্রত্যেকেই (এই অত্যাচারে বাধ্য হয়ে) কাফেরদের কথা কে স্বীকার করেছে। কিন্তু হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিজের প্রাণের কোন পরওয়া করেননি এবং আপন কওমের নিকট ও তার কোন মর্যাদা ছিল না, এ কারণেই মুশরিকগণ তাকে বালকদের হাতে দিয়ে দিল। বালকেরা তাকে মক্কার অলিতে গলিতে টেনে ফিরতো। আর তিনি আহাদ আহাদ (অর্থাৎ আল্লাহ এক আল্লাহ এক) বলতে থাকতেন।

- **হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার পরিবারের উপর প্রচুর নির্যাতন করা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে ইয়াসিরের বংশধরগণ! সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা রইল। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে প্রস্তরময় ভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখলাম, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার পিতামাতাকে ইসলাম হতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রখর রৌদ্রের মধ্যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সারা জীবন কি এইরকমই চলবে? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবর করো, হে ইয়াসিরের বংশধরগণ! আয় আল্লাহ! আপনি ইয়াসিরের বংশধরকে মাফ করে দিন। আর অবশ্যই আপনি তা করেছেন।

- **হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু**

মুহাম্মদ আবদারি রহমতুল্লাহি আলাইহি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার সর্বাপেক্ষা সুদর্শন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক ছিলেন। যুবকদের মধ্যে তাঁর মাথার চুল সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল। পিতা-মাতা তাকে অত্যাধিক ভালবাসতেন। তার মা একজন ধনবান মহিলা ছিলেন। ছেলেকে সর্বাধিক সুন্দর ও পাতলা কাপড় পরিধান করাতেন। হযরত মুসাআব রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় সর্বাধিক পরিমাণে দামী সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আলোচনা প্রসঙ্গে বলতেন, মক্কায় মুসআব ইবনে উমাইর অপেক্ষা সুন্দর চুলের অধিকারী, পাতলা কাপড় পরিধানকারী ও ভোগ বিলাসে লালিত আর কাউকে দেখিনি। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন

জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আরকাম ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান করছেন, তখন তিনি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাকে সত্য বলে স্বীকার করলেন। সেখান থেকে বের হয়ে মা ও কওমের ভয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন। তিনি গোপনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাওয়া আসা করতেন। একদিন উসমান ইবনে তালহা তাকে নামাজ পড়তে দেখে তার মা ও তার কওমকে জানিয়ে দিল। কওমের লোকেরা তাকে আটক করল। পরে তিনি এই বন্দি অবস্থা হতে হাবশার প্রথম হিজরতের সময় হাবশার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তারপর যখন মুসলমানরা হাবশা থেকে ফিরলেন, তিনি ও তাদের সাথে ফিরে আসলেন, তখন তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে একেবারে ভগ্নাবস্থা হয়ে গিয়েছিল। তার এই ভগ্নাবস্থা দেখে তার মা গালাগাল ও তিরস্কার করা থেকে বিরত হল।

- **হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত শাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিজের বিশেষ আসনের উপর বসিয়ে বললেন, জমিনের বুকে এক ব্যক্তিই এমন আছেন যিনি তোমার অপেক্ষা বেশী এই আসনে বসার অধিকার রাখেন। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, আমিরুল মুমিনীন! কে সেই ব্যক্তি? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না, তিনি আমার অপেক্ষা বেশি অধিকার রাখেন না। কারণ, মুশরিকদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করতেন। কিন্তু আমার পক্ষে তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যার দ্বারা আল্লাহতাআলা আমাকে রক্ষা করবেন। একদিন আমার অবস্থা এমনও হয়েছে যে, মুশরিকগণ আগুন জ্বালিয়ে আমাকে তার উপর ফেলে দিল এবং এক ব্যক্তি আমার বুকের উপর পা রাখল। আমার নিজের পিঠ ব্যতীত সেই উত্তপ্ত জমিন হতে নিজেকে রক্ষা করার আর কোন উপায় ছিল না।

- **হযরত আবু ফুকাইহা জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কষ্ট সহ্য করা**

কুনিয়াত আবু ফুকাইহা। মূল নাম ছিল ইয়াসার। আবু ফুকাইহা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাফওয়ান বিন উমাইয়ার ক্রীতদাস ছিলেন। উমাইয়া কখনো তাকে পায় রশি বেঁধে মাটিতে টেনে ফিরত। কখনো পায়ে লোহার বেড়ি লাগিয়ে উত্তপ্ত মাটিতে উপুড় করে ফেলে রাখত এবং পিঠের উপরে দিয়ে পাথর দিয়ে রাখত। অত্যাচারের কারণে আবু ফুকাইহা রাদিয়াল্লাহু আনহু অজ্ঞান হয়ে যেতেন। একবার উমাইয়া তাকে আগুনের মত গরম মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গলা টিপে ধরল, এমন সময় উমাইয়ার ভাই উবাই বিন খলফ সেখানে উপস্থিত হল, সে ছিল

আরো নিষ্ঠুর। বলল, আরো জোরে টিপে দাও। উমাইয়া এত জোরে গলা টিপে ধরল যে, তারা ভাবল হযরত আবু ফুকাইহা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্ভবত মারাই গেছেন। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিকে আসছিলেন। তিনি হযরত আবু ফুকাইহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খরিদ করে আজাদ করে দেন।

ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, সুসংবাদ হোক তোমাদের জন্য! অতিসত্বর তোমাদের এমন দিন আসবে যখন তোমরা সকালে এক পেয়ালা সারীদ খেতে পাবে এবং বিকালে ও এমনই পাবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তখন তো আমাদের অবস্থা ভালো হবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তোমরা সেই দিন অপেক্ষা আজ ভালো আছ।

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কোরাইশদের এক কাফেলার মুকাবেলা করার জন্য পাঠালেন এবং আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমাদের আমির নিযুক্ত করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রসদ হিসাবে এক থলি খেজুর দিলেন। তিনি আমাদেরকে দেওয়ার মতো এই এক থলি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পান নাই। হযরত আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম, একটি মাত্র খেজুর দিয়ে কি করতেন? তিনি বললেন আমরা শিশুর দুধ চোষার মতো সেটা চুষে পানি পান করে নিতাম। এভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যেত। আমরা লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে নিতাম এবং পানিতে ভিজিয়ে খেতাম।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের উপর তিন দিন এমন কেটে যেত যে, তারা খাওয়ার মত কিছুই পেতেন না। তারা চামড়ার টুকরা ভুনে খেয়ে নিতেন। যখন তাও পেতেন না, তখন পেটে পাথর বেঁধে কোমর সোজা করতেন।

- **হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনা**

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাতিরা কোথায়? হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, সকাল থেকে আমাদের ঘরে মুখে দেওয়ার মত কিছুই ছিল না। হযরত আলী

রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি উভয়কে আমার সাথে নিয়ে যাই, অন্যথায় আমার আশঙ্কা হয়, তারা তোমার নিকট কান্নাকাটি করবে। অথচ, তোমার কাছে কিছুই নেই। তিনি (কাজের উদ্দেশ্যে) অমুক ইহুদির কাছে গিয়েছেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন, হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম একটি হাউজের নিকটে খেলছেন এবং তাদের সামনে কিছু খেজুর রয়েছে। তিনি বললেন, হে আলী! রোদ প্রখর হওয়ার আগেই কি আমার নাতিদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নেবে না? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আজ সকাল থেকে আমাদের ঘরে কিছুই ছিল না। ইয়া রাসুলাল্লাহ! একটু অপেক্ষা করুন, ফাতেমার জন্য কিছু খেজুর সংগ্রহ করে নেই। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে রইলেন। ততক্ষণে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্যও কিছু খেজুর সংগ্রহ হয়ে গেল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খেজুরগুলো একটি কাপড়ে বেঁধে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে আসলেন। তারপর ছেলেদের একজনকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যজনকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে আসলেন।

পিপাসার কষ্ট সহ্য করা

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, লোকেরা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কঠিন সময় (অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধের সময়) সম্পর্কে বর্ণনা করতে বললে তিনি বললেন, আমরা প্রচন্ড গরমের সময় তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। এক স্থানে পৌঁছার পর পিপাসায় আমাদের এমন অবস্থা এমন হলো যে, মনে হল যেন আমাদের ঘাড় ভেঙ্গে যাবে। আমাদের মধ্যে কারো কারো অবস্থা এমন শোচনীয় হলো যে, নিজের অবস্থানের জায়গা তালাশ করতে যেয়ে ফেরার সময় মনে হল যেন তার ঘাড় ভেঙ্গে যাবে। কেউ কেউ নিজেদের উট জবাই করে পাকস্থলী থেকে ঘাস বের করে নিংড়িয়ে পান করল, আর ঘাসগুলি নিজেদের পেট ও বুকের উপর রেখে দিল, (যাতে শরীরের উপরের অংশ থেকে ভিতরে ঠান্ডা পৌঁছে)। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আপনার দুয়া কবুল করবেন বলে নিয়ম করেছেন। অতএব, আমাদের জন্য দুয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি চাও যে, আমি দুয়া করি? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত আসমানের দিকে ওঠালেন (দুয়া করলেন)। হাত নামানোর পূর্বেই আকাশে মেঘ দেখা দিল। তারপর বৃষ্টির ফোটা পড়তে আরম্ভ করল এবং পরে মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হল। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম নিজ নিজ পাত্র পূর্ন করে নিলেন। তারপর আমরা দেখতে গেলাম যে বৃষ্টি কোন পর্যন্ত হয়েছে? দেখলাম, শুধু সৈন্যদের অবস্থানের উপরেই বৃষ্টি হয়েছে, বাহিরে কোথাও হয়নি।

হযরত হাবিব ইবনে আবী সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন হযরত হারেস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ইকরামা ইবনে আাবি জাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আইয়াশ ইবনে আবি রাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু লড়াই এর উদ্দেশ্যে বের হলেন। তারা লড়াই করতে করতে গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত হারেস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু পান করার জন্য পানি চাইলেন। তার জন্য পানি আনা হলে হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটার দিকে তাকালেন। হযরত হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই পানি ইকরামাকে দাও। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন পানি হাতে নিলেন, তখন আইয়াশ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটার দিকে তাকালেন। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই পানি আইয়াশকে দিয়ে দাও। হযরত আইয়াশ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট পৌঁছার পূর্বেই তার প্রাণ বের হয়ে গেল। তারপর পানি নিয়ে হযরত ইকরামা ও হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর নিকট পৌঁছার পূর্বেই তাদেরও ইন্তেকাল হয়ে গেল।

কাপড়ের অভাব সহ্য করা

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু বসে ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু এর পরিধানে একটি চোগা ছিল, যা বুকের উপর (বুতাম এর পরিবর্তে) কাঁটা দ্বারা আটকে রেখেছিলেন। এমন সময় জিবরাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কি ব্যাপার, আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরিধানে চোগা দেখছি যা বুকের উপর কাঁটা দ্বারা আটকে রেখেছেন? হযরত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিব্রাইল! আবু বকর তার সকল অর্থ আমার উপর খরচ করেছে। হজরত জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দিন এবং তাকে বলুন, তোমার রব জিজ্ঞাসা করছেন যে, তুমি কি তোমার এই অভাবের উপর আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছ, না অসন্তুষ্ট? নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি তাকিয়ে বললেন, হে আবু বকর! এই যে জিব্রাইল আলাহিস সাল্লাম তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম বলছেন এবং আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করছেন যে, তুমি কি এই অভাবের উপর আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছ, না অসন্তুষ্ট? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, আমি কি আমার রবের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো? আমি আমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট আছি, আমি আমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট আছি।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়ে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেছি। আমার ও তার জন্য একটি

ভেড়ার চামড়া ছাড়া আর কোন বিছানা ছিল না। রাতে আমরা তা বিছিয়ে শয়ন করতাম। আর দিনের বেলা সেই চামড়ায় উটনীকে আহার করাতাম। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত আমার কাজ দেখাশোনার জন্য কোন খাদেম ও ছিল না।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখেছি যে, হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফনের জন্য আমরা একটি চাদর ব্যতীত আর কোন কাপড় পাইনি। সেই চাদরও এত খাটো ছিল যে, আমরা উহা দ্বারা তার পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকে আর মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকে। অতএব, আমরা চাদর দ্বারা তার মাথা এবং ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস) দ্বারা তার পা ঢেকে দিলাম।

মহিলা সাহাবিয়া রাঃ দের কষ্ট সহ্য করা

- **হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা**

সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা। তার ছেলে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও স্বামী ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মত তিনিও ইসলামের স্বার্থে অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন। প্রচণ্ড গরমের সময় প্রখর রোদের মধ্যে তাকে উত্তপ্ত পাথরের উপর ফেলে রাখা হত। লোহার পোশাক পরিয়ে রোদে দাড় করিয়ে রাখা হত। যেন, রোদের তাপে উত্তপ্ত হওয়া লোহার পোশাকে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি ইসলাম ত্যাগ করেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ধৈর্য ধারণে উৎসাহিত করতেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন। একবার সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবু জাহল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে গালমন্দ করতে লাগল। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তার লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো। এই আঘাতেই সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা শাহাদাত বরণ করেন। ইসলামের জন্য তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম শহীদ।

- **রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা**

ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়ে হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে নিয়ে মক্কা থেকে রওনা হলেন। কুরাইশের দুই ব্যক্তি তাকে ধরে ফেলল এবং উভয়ে উক্ত ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করল। তাদের একজন যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ধাক্কা দিলে তিনি একটি পাথরের উপর পড়ে গেলেন এবং তার গর্ভপাত হয়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগলো। লোকেরা তাকে আবু সুফিয়ানের নিকট নিয়ে গেল। বনু হাশিমের মেয়েরা হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার এই সংবাদ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হলে আবু সুফিয়ান হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে

তাদের কাছে দিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা হিজরত করে মদিনায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছার পরও তিনি সর্বদা অসুস্থ থাকতেন এবং এই অসুস্থ অবস্থায়ই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। মুসলমানগন সকলেই তাকে শহীদ মনে করতেন।

- **হযরত জুনাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহা**

হযরত জুনাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত ইমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ক্রীতদাসী ছিলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের কারণে তাকে এত মারতেন যে, মারতে মারতে তিনি ক্লান্ত হয়ে যেতেন। আবু জাহলও জুনাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নানাভাবে কষ্ট দিত। আবু জাহল ও মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হযরত জুনাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি লক্ষ্য করে বলত, যদি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর আনীত দ্বীন উত্তম হতো, তবে জুনাইরা আমাদের আগে তা কখনোই পেত না। হযরত জুনাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি এত অত্যাচার করা হয় যে, তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। মুশরিকরা তখন বলতে থাকে, লাত ও উজ্জা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। হযরত জুনাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, লাত ও উজ্জা তো এ কথাই জানে না যে, কে কে তাদের পূজা করছে। এটাতো সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে! যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করতে পারেন। আল্লাহর কি কুদরত! সেই রাত অতিক্রান্ত হতেই সকালে দেখা গেল যে, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। এ পর্যায়ে মুশরিকরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ তো ভালোই জাদু দেখাচ্ছে! পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত জুনাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে খরিদ করে আজাদ করে দেন।

- **হযরত খানসা রাদিয়াল্লাহু আনহা**

হযরত খানসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি। নিজ গোত্রের কয়েকজনের সাথে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকালে তিনি তার চার ছেলেকে সাথে নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের আগের দিন ছেলেদেরকে উপদেশ দেন এবং উৎসাহিত করেন। পরদিন সকালে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলে চারজন ছেলেই একে একে সামনে অগ্রসর হলেন। মায়ের উপদেশ কে কবিতার মতো আবৃত্তি করতে করতে তারা জিহাদের স্পৃহায় উজ্জীবিত হলেন। একজন শহীদ হলে আরেকজন সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করছিলেন। এভাবে একে একে চারজনই শহীদ হয়ে গেলেন। তাদের মা হযরত খানসা রাদিয়াল্লাহু আনহা চার ছেলের শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে বললেন, আল্লাহর শোকর! যিনি সন্তানদের শাহাদাতের

নেয়ামত দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে আমার আশা আছে যে, তার রহমতের ছায়ায় আমার চার ছেলের সাথে আমিও থাকতে পারব।

- **হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা**

হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন আনসারী সাহাবীয়া ছিলেন। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং বাইআতুল আকাবায় শরিক ছিলেন। তিনি ওহুদ, হুদায়বিয়া, খাইবার, উমরাতুল কাজা, হুনাইন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে শরিক ছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেন – "আমি মশক ভর্তি পানি নিয়ে ওহুদের দিকে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের কি অবস্থা তা দেখা। সেইসাথে কোন পিপাসার্ত ও আহত মুসলমান পেলে তাকে পানি পান করানো। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসলমানদের বিজয় হচ্ছিল, কিছুক্ষণ পর কাফেররা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হতে শুরু করে। তখন আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। কোন কাফের সেদিকে অগ্রসর হলে আমি তাকে সরিয়ে দিচ্ছিলাম। প্রথমদিকে আমার কাছে আক্রমণ প্রতিহত করার মত কোন ঢাল ছিল না। পরে একটি ঢাল পেয়ে যাই যা দ্বারা প্রতিহত করতে থাকি। আমার কোমরে একটি কাপড় বাধা ছিল, যার মধ্যে ছিল অনেকগুলো কাপড়ের টুকরা। কেউ আহত হলে আমি একটি কাপড়ের টুকরা পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে পট্টি বেধে দিতাম"।

হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেও বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পেয়েছিলেন। শরীরের ১৩ টি জায়গায় পাওয়া আঘাতের মধ্যে একটি আঘাত ছিল খুবই গুরুতর। হযরত উম্মে সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, একবার আমি হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাথায় একটি বড় আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আঘাত কিভাবে পেলেন? তিনি বললেন, ওহুদের যুদ্ধে লোকেরা অস্থির হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করছিল। এমন সময় ইবনে কামিয়া চিৎকার করে বলতে লাগল, মুহাম্মাদ কোথায়? আমাকে কেউ দেখিয়ে দাও, মুহাম্মাদ কোনদিকে? আজ সে বেঁচে গেলে আমি নির্ঘাত শেষ হয়ে যাব। তখন হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আরো কয়েকজন সাহাবী তার গতিরোধ করলেন। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। ইবনে কামিয়া আমার মাথায় আঘাত করল। আমিও তার ওপর কয়েকবার আঘাত করেছিলাম, কিন্তু সে মোটা বর্ম পরিহিত থাকায় একটি আঘাত ও তার গায়ে লাগেনি। আমার এই ক্ষত এতটাই গভীর ছিল যে এক বছর চিকিৎসা করানোর পরও তা শুকায়নি।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় জান মাল এর কুরবানি করা

- **হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাল খরচ করা**

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক নির্যাতিত মুসলিম ক্রীতদাস ক্রীতদাসীকে ক্রয় করে আজাদ করেছেন। তাদের মধ্যে হযরত বেলাল, হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা, হযরত আবু ফুকাইহা, হযরত জুনাইরা, হযরত নাহদিয়া, নাহদিয়ার মেয়ে লুবাইনা, মাওতিয়্যাহ, ও উম্মে উবাইস রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হিজরতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সমস্ত মাল নিয়ে বের হয়েছিলেন। যার পরিমাণ ছিল ৬০০০ দিরহাম। তিনি নিজ পরিবারের জন্য কিছুই রেখে যাননি।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদকা করার হুকুম দিলেন। সেদিন আমার নিকট যথেষ্ট পরিমাণ মাল ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যদি আমি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে কোনদিন অগ্রগামী হতে পারি তবে আজকের দিনেই পারবো। সুতরাং আমার অর্ধেক মাল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এনে পেশ করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজ পরিবারের জন্য কি পরিমান রেখে এসেছো? আমি বললাম, তাদের জন্য কিছু রেখে এসেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের জন্য কি রেখে এসেছো? আমি বললাম, যেই পরিমাণ এনেছি সেই পরিমাণ তাদের জন্যও রেখে এসেছি। অতঃপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ঘরে যা ছিল, তিনি সবই নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর! নিজ পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (তাদের সন্তুষ্টিকে) রেখে এসেছি। তার এই উত্তর শুনে আমি মনে মনে বললাম, আমি কখনো কোন ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অগ্রগামী হতে পারব না।

- **হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাল খরচ করা**

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে খাব্বাব সালামী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করলেন এবং তাবুক যুদ্ধে গমনকারী লস্করের উপর খরচ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করলেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হাওদার নিচের চট ও হাওদা সহ একশত উট আমার দায়িত্বে রইল। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের এক সিঁড়ি নিচে নেমে এসে আসলেন এবং পুনরায় উৎসাহ প্রদান করলেন, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় বললেন, হাওদার নিচের চট ও হাওদা সহ একশত উট আমার দায়িত্বে রইল। হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু বলেন, নবী করীম

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুশীর আতিশয্যে) এমনভাবে হাত নাড়াচ্ছিলেন, যেমন মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে হাত মেরে থাকে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলছিলেন, এত অধিক খরচ করার পর উসমান যদি কোন (নফল) আমল নাও করে তবে তার কোন ক্ষতি হবে না।

- **অন্যান্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মাল খরচ করা**

হযরত নাফে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার একটি জমিন দুইশত উটনির বিনিময়ে বিক্রয় করলেন। তার মধ্যে একশত উটনি আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীদেরকে দিলেন এবং তাদের উপর এই শর্ত আরোপ করলেন যে, "ওয়াদিয়ে কুরা" অতিক্রম করার পূর্বে তারা এগুলো বিক্রি করবে না।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তবুকের যুদ্ধের সময় একশত উকিয়া (অর্থাৎ ৪০০০) দিরহাম দান করেছেন এবং হযরত আসেম ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯০ ওসাক (প্রায় পৌনে পাঁচ মন) খেজুর দান করেছেন।

- **হযরত জয়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মাল খরচ করা**

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হযরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা সুতা কাটতেন এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত জামাআতকে দিয়ে দিতেন। তারা তা দিয়ে সেলাই করতেন এবং সফরের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন।

- **হযরত হাবিব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাত**

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাবিব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের কাছে চিঠি দিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি নজদে পৌঁছে মুসাইলামার কাছে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি দিলেন। মুসাইলামা হাবিব ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বন্দী করে পরদিন দুপুরে তার দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিল। পরদিন শিকল পরিয়ে তাকে হাজির করা হল। মুসাইলামা তাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি কি মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষী দাও? হাবিব ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, অবশ্যই! আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সে আবার প্রশ্ন করল, তুমি কি এটা স্বীকার কর যে আমি আল্লাহর রাসূল? হাবিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথার উত্তরে পরিহাস করে বললেন, আমার কানে সমস্যা আছে, তোর কথা শুনতে পাচ্ছি না! মুসাইলামা চিৎকার করে হুকুম দিল জল্লাদ ওর ডান হাত কেটে ফেল। জল্লাদ তার ডান হাত কেটে ফেলল। মুসাইলামা একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলল, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, অবশ্যই, আমি সাক্ষ্য প্রদান করি

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। মুসাইলামা আবার প্রশ্ন করল, তুমি কি বিশ্বাস কর আমি আল্লাহর রাসূল? হাবিব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারও নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, আমি তো আগেই বলেছি, তোর কথা আমার কানে ঢুকছেনা। সে জল্লাদকে হুকুম দিল বাম হাত কেটে ফেলতে। তার বাম হাতও কেটে ফেলা হল। এভাবেই মুসাইলামা কাজ্জাব প্রশ্ন করতে থাকল, আর জল্লাদ একটার পর একটা অঙ্গ কাটতে থাকল। অন্যদিকে হাবিব ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতি প্রশ্নের উত্তরে বলতে থাকলেন, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। এভাবেই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুখে নিয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তার মা নাসীবা মাযেনিয়া (উম্মে উমারা) রাদিয়াল্লাহু আনহা তার শাহাদাতের সংবাদ শুনে বললেন -

"এমন একটি ভূমিকার জন্যই আমি তাকে গড়েছিলাম। আমি আল্লাহর ফায়সালায় তুষ্ট, তার কাছেই আমি প্রতিদান চাই। সে শৈশবে আকাবার রাতে প্রিয় নবীজীর হাতে শপথ নিয়েছিল, আজ বড় হয়ে সে সেই অঙ্গীকার পুর্ণ করল।**"**

- **হযরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাত**

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবম হিজরীতে মুসলমানগণ হজ্জের প্রস্তুতি আরম্ভ করলে হযরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ রাদিআয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মুসলমান হয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর তিনি নিজ কওমের নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,আমার আশঙ্কা হয় যে, তারা তোমাকে কতল করে দিবে। তিনি বললেন, তারা তো আমাকে এতখানি মহব্বত করে যে, যদি তারা আমার কাছে এসে দেখে যে, আমি ঘুমিয়ে আছি তবে তারা আমাকে জাগ্রত করে না। অতএব রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি আপন কওম এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং এশার সময় তাদের কাছে পৌঁছলেন। সাকীফের লোকেরা তাকে সালাম করতে আসল। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিলেন। কওমের লোকেরা তার উপর নানা রকম অপবাদ দিল, তাকে রাগান্বিত করল, অবাঞ্চিত কথাবার্তা শোনাল এবং তাকে কতল করে দিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই সংবাদ পেয়ে) বললেন, তার উদাহরণ সেই (হাবিবে নাজ্জার নামক) লোকটির ন্যায় যার ঘটনা সুরা ইয়াসিনে বর্ণনা করা হয়েছে। সে নিজ কওম কে আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত দিল আর তারা তাকে কতল করে দিল।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া

বিদায় হজ্জে প্রায় সোয়া লাখ সাহাবীর উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি ভাষণের মধ্যে বললেন, আমি কি দ্বীনকে পুরোপুরি পৌঁছিয়েছি? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, নিঃসন্দেহে, হে আল্লাহর রাসূল!

আপনি আমাদের কাছে পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীনকে পৌঁছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে অঙ্গুলী উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, **"শুনে রাখ! উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেবে"** অর্থাৎ যাদের কাছে দ্বীন পৌঁছেছে তারা যেন, যাদের কাছে দ্বীন পৌঁছেনি তাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছে দেয়।

এই নির্দেশ পালন করতে প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দ্বীনের দা'ওয়াত নিয়ে পৌঁছে যান। তাঁরা দ্বীনের জন্য আপন ভূমি ছেড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁদের কবর রচিত হয়েছে।

- হজরত উকবা ইবেন নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কবর আলেজিরয়ায়।
- হজরত আবুল বাকা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত আবু যামআহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর তিউনিসে।
- হজরত রুয়াইফা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কবর লিবিয়ায়।
- উত্তর আফ্রিকায় হজরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত মাবাদ ইবেন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কবর।
- খোরাসানে হজরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত আব্দুর রহমান ইবেন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর।
- হজরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর ইস্তাম্বুলে।
- হজরত আবু তালহা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর বোহায়রা রাে্মে।
- হজরত ফযল ইবেন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর সিরিয়ায়।
- হজরত খালিদ ইবেন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর হিমসে
- হজরত বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর দামেশকে।
- হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর জর্ডানে।
- হজরত জাফর ইবেন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর মুতায়।
- জর্ডানের এক পাহাড়ে হজরত মুআয ইবেন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত যিরার ইবনুল আযওয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কবর।
- হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর জর্ডানে নদীর পাশে।
- হজরত কুছাম ইবেন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কবর সমরকন্দে।
- হজরত আমর ইবেন মাদি করিব রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কবর নাহাওয়ান্দে।

- ৫০ হিজরিতে হজরত মুহম্মাদ ইবনে আবি সগরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাবুলের রাস্তা হয়ে পেশাওয়ার এবং পেশাওয়ার থেকে লাহোর হয়ে কেলাত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। কেলাতের পাহাড়ে আজও সাতজন সাহাবী ও তাবেয়ীর কবর আছে।

প্রিয় নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী উম্মতের কর্তব্য হল প্রিয় নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদেশ "উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেবে" বাস্তবায়নকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিবে।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর দা'ওয়াত থেকে আমাদের শিক্ষা ও করনীয়

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন ইসলামের প্রথম প্রজন্ম। তারা কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইলম ও আমল শিখেছেন এবং এই ইলমসমূহ কে শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তার ওপর নিজেরা আমল করতেন এবং অন্যদের কাছেও তা পৌঁছে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সংস্পর্শে ও দীক্ষাদানে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তারা গোপনে-প্রকাশ্যে, ঘরে -বাইরে, জিহাদে কিংবা জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন। তাদের পুরা অস্তিত্বই ছিল যেন দা'ওয়াতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাদের চরিত্র, রীতিনীতি, লেনদেন, সামাজিকতা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা দা'ওয়াতের নমুনা হয়েছিলেন।

তাদের জীবনের ঘটনাবলীতে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক অনেক শিক্ষা। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম দুনিয়া অর্জনকে মূল লক্ষ্য বানাননি বরং দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দা'ওয়াতকে তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর সাথে সাথেই তারা দা'ওয়াতের কাজ শুরু করে দেন। আত্নীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজন দের কাছে এবং নিজ নিজ গোত্রের কাছে দা'ওয়াত নিয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যেখানে পাঠাতেন সেখানেই তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছুটে যেতেন। তাঁরা দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নির্যাতন সহ্য করেছেন, প্রতিকূল পরিবেশে দা'ওয়াত দিয়েছেন, হিজরত করেছেন, মাল দিয়েছেন, প্রয়োজনে জান দিয়েছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা, ত্যাগ ও প্রজ্ঞাপুর্ণ দা'ওয়াতের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা ইসলামকে সমগ্র বিশ্বের এক বিশাল শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন।

এটা ছিল আমাদের গৌরবময় অতীত। সময়ের সাথে সাথে আমরা নিজেদের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছি। আজ মুসলমানরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে লাঞ্ছিত, দুরবস্থা ও পেরেশানির শিকার। আজও যদি আমরা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর মত দ্বীনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি, সমাজের প্রতিটি স্তরে দ্বীনের দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করি, এবং অমুসলিমদের কাছে দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়ার হক সাধ্যমতো আদায় করি, তবে আমরা আমাদের হারানো গৌরব আবারও ফিরে পাব, এবং দা'ওয়াতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার যেই ক্রোধে পতিত হয়েছি, তা পুনরায় তাঁর সন্তুষ্টিতে রূপান্তরিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের প্রথম করণীয় হবে, নিজে আমলী নমুনা হওয়া। ভিতরে-বাইরে নিজেকে ইসলামের সৌন্দর্য্যে সজ্জিত করা। আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে মজবুত করা। পুরা পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন পৌঁছানোর খাঁটি নিয়ত করা। নিয়ত সত্য হলে আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করে দেন। দিনে বা রাতের যেকোনো একটি সময়কে দুয়ার জন্য বেছে নিয়ে বিশ্ব মানবতার হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া ও কান্নাকাটি করা। গভীর মনোযোগের সাথে কুরআনুল কারীম ও সীরাত অধ্যয়ন করা। নিজের সময়কে আল্লাহর আমানত মনে করা। নিজের সমস্ত যোগ্যতাকে দা'ওয়াতের কাজে খরচ করা।

ফেতনা-ফাসাদের এই যমানায় প্রত্যেকটা মানুষ যেন জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে চলে যায় এই লক্ষ্যে আমরা তিনভাবে মেহনত করতে পারি।

এক, প্রত্যেকটা মুসলমানকে পরিপূর্ণ ঈমানের দাওয়াত দেওয়া এবং ঈমান মজবুত করে আমলের প্রতি উৎসাহিত করা।

দুই, মুসলিম শিশুদের জন্য এলাকায় এলাকায় মক্তব চালু করে তাদের প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা নিশ্চিত করা। ছোটকালেই ঈমানের বীজ অন্তরে বুনে দেওয়া। ভবিষ্যতে তারাই হবে মুসলিম উম্মাহর কর্ণধার।

তিন, সমগ্র বিশ্বের অমুসলিম ভাই বোন দেরকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া। বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার। এই হক আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে মেহনত করা।

একজন দায়ী যখন পরিপূর্ণ মনোযোগ, ইখলাস এবং শেষ রাতের রোনাজারীর সাথে কাজ করে তখন আল্লাহ তাআলাই তাকে প্রয়োজনীয় সকল উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন এবং সবকিছু সহজ করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থঃ যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। (সুরা আনকাবুত, আয়াত- ৬৯)

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং যুগে যুগে যারাই আমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছানোর মাধ্যম হয়েছেন, তাদেরকেও উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

-সমাপ্ত-

তথ্য তালিকা

১. আল কুরআনুল কারিম

২. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন
হযরত মাওলানা মুফতী শফি (রহ.)

৩. হায়াতুস সাহাবা ১-৫ খন্ড
হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী (রহ.)

৪. সিয়ারুস সাহাবা

৫. সিরাতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলভী (রহ.)

৬.আরমুগানে দাওয়াত
মাওলানা মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী (দা.বা.)

৭. মুন্তাখাব হাদিস
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী (রহ.)

৮. ফাজায়েলে আমল
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.)

৯. সাহাবিদের ঈমানদীপ্ত জীবন ১-২
ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

১০. নারী সাহাবিদের ঈমানদীপ্ত জীবন
ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

১১. শ্রেষ্ঠ উম্মতের শ্রেষ্ঠ কাজ
মাওলানা মুফতী মুজিবুর রহমান (দা.বা.)

১২. মিম্বরের আমানত
মুফতী আরিফ বিন হাবিব (দাঃ বাঃ)

১৩. "উম্মতের ফিকির" পিডিএফ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা